শাইখ ইউসুফ আবজাক সূসী

স্ত্রীদের সাথে

নবি ও মনীষীদের আচরণ

ধৈর্য। বাস্তবতা। ভালোবাসা

স্ত্রীদের সাথে
নবি ও মনীষীদের আচরণ

মূল
শাইখ ইউসুফ আবজাক সূসী

অনুবাদ
মাওলানা যায়েদ আলতাফ
সাবেক উস্তায, ইমদাদুল উলুম মাদরাসা,
দোহার, ঢাকা

সম্পাদনা
মাওলানা মিশকাত আহমেদ
সম্পাদক: দৈনিক আমার ইজতেমা,
মাসিক পরাগ, দীপ্তাক্ষ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠ

উলামায়ে কেরামের ফতোয়া:

উলামায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সা.-এর এই হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই তারা নিজেরাও তালাকইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য তালাকের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত রাখেননি। এমনকি পিতামাতা যদি পুত্রকে আদেশ করে তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের কথা মান্য করতে নিষেধ করেছেন। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কুরআনে পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সকল বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে রয়েছেন:

১. উসমান রা.-এর খেলাফতের সময় জন্মগ্রহণকারী, হারাম শরিফের মুফতি, বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম আতা ইবনে আবি রাবাহ মাক্কি র. (জন্ম ২৭ হিজরি):

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. বর্ণনা করেন যে, ইবনু লাহিয়া আমাদের বলেন, আমাকে মুয়াবিয়া বিন রাইয়ান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিজ কানে শুনেছেন, জনৈক ব্যক্তি আতাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, যার স্ত্রী এবং মা আছে। তার মা স্ত্রীকে তালাক না দিলে তার প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছেন না। এখন সে কী করবে? তখন আতা বলেন, মার ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করবে ও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আর স্ত্রী? তাকে কি সে তালাক দিয়ে দিবে? তখন আতা র. বলেন, না। লোকটি বলল, কিন্তু মা যে তালাক না দিলে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না?, আতা মার জন্য বদ দুআ করে বললেন, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট না করুন। লোকটির স্ত্রী তার নিজের তত্ত্বাবধানে। সে তাকে তালাক দিয়ে দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আবার নিজের কাছে রেখে দিলেও কোনো সমস্যা নেই।[১]

---

১. البر والصلة (পৃষ্ঠা নং ১৩৪, হাদিস নং ৫৯)।

২. তাকওয়া ও পরহেযগারির নিদর্শন, বিখ্যাত তাবেয়ি ইমাম হাসান বসরি :[১]
এটিও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হাম্মাদ বিন সালামাহ আমাকে হুমাইদ থেকে হাসান বসরির সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, এক লোকের মা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে বলে। এখন সে কী করবে? হাসান বসরি র. বললেন, তালাক কোনো সদাচার ও পূণ্যের মধ্যে পড়ে না।[২]

৩. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক:
ইমাম আবু নুআইম আল আসফাহানী বর্ণনা করেন যে, বিশর বিন হারেস বলেন, এক লোক আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করল, আমার আম্মা শুধু বলতেন যে, বিয়ে কর, বিয়ে কর! তারপর আমি বিয়ে করলাম। এখন তিনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে বলছেন। (এখন আমি কী করব?)। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি সমস্ত পূণ্যের কাজ করে ফেলে থাক। শুধু এই কাজটি বাকি। তাহলে তাকে তালাক দিতে পারো। আর যদি মনে করো, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে পরে মার সঙ্গে অশান্তি সৃষ্টি করে তার গায়ে হাত তুলতে যাবে, তাহলে তালাক দিয়ো না।[৩]

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র.:
তাবাকাতুল হানাবিলা নামক গ্রন্থে কাযি ইবনু আবি ইয়ালা র. আবু বকর আল-খাওয়াতিমি আল-বাগদাদি সিন্ধী র. এর জীবনবৃত্তান্তে বলেন, সিন্ধী বলেন, এক লোক আবু আবদিল্লাহকে (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে) জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন, এখন আমি কী করব? তিনি বললেন, তালাক দিয়ো না। লোকটি বলল, খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কি তার ছেলে আবদুল্লাহ রা.কে তার স্ত্রী তালাক দিয়ে

---

১. মৃত্যু ১১০ হিজরি। আম্মাজান আয়েশা রা. তাঁর কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তিনি যার কথা নবিদের কথার মতো? দেখুন) ইবনুল মুরতাযা কৃত আল-মুনয়াতু ওয়াল আমালু, পৃষ্ঠা নং ৩৬।)

২. البر والصلة (পৃষ্ঠা নং ১৩৪, হাদিস নং ৬০)।

৩. হিলয়াতুল আউলিয়া: ৮/৩৫৪

দিতে বলেন নি?[১] তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা আগে উমর ইবনুল খাত্তাব রা.এর মতো হোক।[২]

৫. বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল আযিয বিন সিদ্দিক আল-গামারি র.। তিনি তার একটি প্রবন্ধে বলেন, ... স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পিতা-মাতার কারও অধিকার নেই ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে ও কোনো শয়তানি উদ্দেশ্যে বিয়ের আগে বিবাহ চুক্তি বাতিল করার এবং বিয়ের পর তা ভেঙ্গে দেওয়ার। কারণ অধিকাংশ সময় তারা ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ ও শয়তানি কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে তালাক ও বিচ্ছেদের দাবি তুলে থাকেন। [৩]

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এসব মতামত অবশ্যই তাদের সমুচ্চ বোধ ও চিন্তা এবং অন্তর্জ্ঞান থেকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন।

পরকথা,

এই গ্রন্থে সেসব নবি, আলেম, দার্শনিক, মনীষী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের ঘটনা উল্লেখ করা হবে, যারা স্ত্রীদের দ্বারা পরীক্ষার শিকার হয়েছিলেন। যাদের স্ত্রী সম্পূর্ণ তাদের উল্টো ছিল। বদমেজাজি ছিল। সময়ে অসময়ে রেগে যেত। প্রচুর গালি-গালাজ, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত। যেমন ঘরে,

---

১. ইমাম তিরমিযী তার সুনানে উল্লেখ করেন যে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমার একজন স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুব মহব্বত করতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপছন্দ করত। তিনি আমাকে তাকে তালাক দিয়ে দিতে বললেন। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। বিষয়টি আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে জানালে তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। (দেখুন তাহযিবু জামিয়িল ইমামিত তিরমিযি গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬৩ নং পৃষ্ঠা। হাদিস নং ১০৭১। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন

২. তাবাকাতুল হানাবিলা: ১/৪৫৬। আল-মানহাযুল আহমাদ: ১/২৯৭।

৩. ما يجوز و ما لا يجوز في الحياة الزوجية গ্রন্থের ২৪০ নং পৃষ্ঠা।

তেমনি লোকজনের সামনে। তদুপরি তারা তাদের সঙ্গে সংসার করে গিয়েছেন। দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রেখেছেন। মন্দ লোকদের মতো বিচ্ছেদ কিংবা তাদের প্রতি অসদাচরণের পথ বেছে নেননি। বরং সহনশীলতা অবলম্বন করেছেন। ধৈর্যধারণ করেছেন। জ্ঞানীর পরিচয় দিয়েছেন। তারা মনে করতেন, তাদের এই ধৈর্য ও সহনশীলতার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা তাদের যতটা না প্রতিদান ও সওয়াব দান করবেন, তার চেয়ে বেশি তাদের গুনাহ্ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত থেকে হেফাজত করবেন।

তারা এমন স্ত্রী পাওয়া ও তার দ্বারা পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়াকে আল্লাহ্র অলি হওয়ার আলামত মনে করতেন। তার বিশেষ বন্ধুত্ব লাভের ইঙ্গিত মনে করতেন।

তাদের সেসব ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। রয়েছে অনেক নিদর্শন।

*হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি র. বলেন, ওলিগণকে যে সকল বিষয় দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা পরীক্ষা করেন। তন্মধ্যে স্ত্রীর কটু কথায় ধৈর্যধারণ করা একটি।[১]

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানি র. বলেন, আমি শায়খ আলি আল-খাওয়াস র.-কে[২] বলতে শুনেছি, অল্প কয়েকজন ছাড়া সমস্ত অলিগণই এমন স্ত্রী পেয়েছিলেন, যে তাকে আচারে-উচ্চারণে কষ্ট দিত।

এই গ্রন্থে উল্লিখিত ঘটনাগুলো উত্তম নিয়ত ও মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রমাণ বহন করে, যা একটি মুসলিম পরিবারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন :২/৪৯।

২. মারেফাতের অধিকারী অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। নিরক্ষর ছিলেন। লিখতে পড়তে জানতেন না। তদুপরি কুরআন ও হাদিসের মর্মার্থের এমন গভীর জ্ঞান রাখতেন যে, উলামায়ে কেরাম বিস্মিত হয়ে যেতেন। ৯৩৯ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত জানতে দেখুন, আল্লামা শারানি কৃত তাবাকাতুল কুবরা, ২/২৬৬, ক্রমিক নং ৬৩। আল্লামা মুনাবি কৃত আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ, ২/৪৯৫।

আমরা এই আশায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সংকলন করেছি, এতে বর্ণিত ঘটনাবলি স্ত্রীদের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের মনে সান্ত্বনার পরশ বুলাবে। গাফেলদের সতর্ক করবে। জানতে আগ্রহীদের উপকৃত করবে এবং অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তানকে ক্রোধান্বিত করবে। কারন শয়তান পরস্পর মহব্বত ও ভালবাসা রাখে এমন দুজন মানুষের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করে। সহিহ মুসলিমে জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ

ইবলিশ পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ফেতনা সৃষ্টিকারী সে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। উত্তরে সে বলে, তুমি কিছুই করো নি। তারপর আরেকজন এসে বলে। আমি তার পেছনে লেগে থেকে তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ইবলিশ তখন তাকে তার নৈকট্য দান করে আর বলে, হ্যাঁ, তুমি খুবই কাজের কাজ করেছ।[১]

আমাদের এই গ্রন্থটি যদি সংসার জীবন নিয়ে কারও নিয়্যত পরিশুদ্ধকরণ, ক্রোধ সংবরণ এবং বিচ্ছেদের প্রান্তসীমায় উপনীত হওয়া দাম্পত্যজীবনকে পুনর্গঠন করতে ভূমিকা রাখে তাহলেই আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক, উদ্দেশ্য সফল এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জিত হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা তৌফিক কামনা করছি এবং ত্রুটিমুক্ততা প্রার্থনা করছি।

---

১. ইমাম নববি র.-এর ব্যাখ্যাকৃত সহিহ মুসলিম, ১৭/৩২৩৩, কেয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা অধ্যায়: শয়তানের উস্কে দেওয়া এবং মানুষের মাঝে ফেতনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে তার সৈন্যদল পাঠানো ও প্রতিটি শয়তানের সঙ্গে একজন সঙ্গী রাখার পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীর প্রতি সহনশীলতার মাধুর্য

সেই দিনটির কথা আমার এখনো মনে পড়ে, এক যুবককে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে ভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে বিয়ের জন্য একটি দীনদার পাত্রী খুঁজছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার স্ত্রী যদি কোনোদিন তোমাকে গালি দিয়ে বসে, তুমি তখন কী করবে?

তখন সে এমন একটি উত্তর দিয়েছিল, যা শুনে আমি পুরো থ হয়ে গিয়েছিলাম। সে বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্স দিয়ে দিব?

একজন ভার্সিটি পড়ুয়া স্মার্ট শিক্ষিত ছেলের এই যদি হয় মানসিকতা, তাহলে আমাদের দেশে এবং বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশে যে ডিভোর্সের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।[১] এজন্য

---

১. মরক্কোতে ২০১১ সালে ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে পঞ্চাচ হাজারেরও বেশি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ডিভোর্সের তুলনায় এই সংখ্যা তেমন একটা বেশি না।

এবার আমাদের প্রাণের ঢাকা শহরের ডিভোর্সের পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক, ১২-ই আগস্ট ২০২০ দেশের সংবাদ নামে একটি অনলাইন পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী শুধু রাজধানী ঢাকাতে মাসে ৮৪৩ টিরও বেশি পরিবার বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ গবেষণা বলছে, ঢাকার তুলনায় অন্য বিভাগীয় অঞ্চল ও জেলাশহরগুলোতে নারী-পুরুষের বিবাহ-বিচ্ছেদের হার ও আশঙ্কা উভয়ই বেশি।

তবে সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাস্তবে বিবাহ বিচ্ছেদের হার আরও বেশি। কারণ মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবীসহ অনেক পরিবার রয়েছেন, যাদের বিচ্ছেদ পারিবারিক সালিশের মাধ্যমে ঘটে থাকে। যার হিসেব সিটি কর্পোরেশনের কাছে কিংবা কোথাও দালিলিকভাবে লিপিবদ্ধ থাকে না।

রাজধানীর দুই সিটি কর্পোরেশনের হিসেব মতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয়মাস হলেও লকডাউনে একমাস বন্ধ ছিল। বাকি ৫ মাসে দুই সিটিতে তালাক চেয়ে নোটিশ জমা পড়েছে ৪ হাজার ২১৬ টি। এর মধ্যে উত্তর সিটিতে ২২০০ টি এবং দক্ষিণ সিটিতে ২০১৬ টি। আবেদনকারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৫ শতাংশ আর নারীদের ৬৫ শতাংশ।

এর মধ্যে জানুয়ারিতে উত্তর সিটি কর্পেরেশনে ৬১৮ জন। ফেব্রুয়ারিতে ৪৪১ জন, মার্চে ৪৫৫ জন বিচ্ছেদের আবেদন করেন। করোনায় লকডাউন ও সাধারণ ছুটির =

আমাদের সকলের বিশেষ করে স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি ও সাধারণভাবে সকলের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে নববী আখলাকের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। যেমন সহনশীলতা, ধৈর্য,ক্ষমা,নম্রতা,কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা, ইত্যাদির। কারণ চারিত্রিক এসব অনন্য গুণাবলিই শান্তি-সুখের দ্বার এবং সুখ ও সৌভাগ্যের পথ। পারস্পরিক দূরত্ব, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও কলহ-বিবাদ থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়।

স্ত্রীর প্রতি সহনশীল হওয়া, তার নিপীড়নে ধৈর্যধারণ করা কোনো অপমানজনক বিষয় নয়। এটা কোনো পুরুষের দুর্বলতা, ব্যক্তিত্ব ও পুরুষত্বহীন হওয়ার আলামত নয়। কোনো কোনো মূর্খ যেমনটি ধারণা করে থাকে। বরং এটি মুসলিম মনীষীদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জ্ঞান ও নেতৃত্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার আলামত।

আলী ইবেন হাসান র. বলেন, প্রবাদ আছে,

السؤدد الصبر على الذلّ

নেতৃত্ব হচ্ছে অপদস্থতা ও লাঞ্ছনায় ধৈর্যধারণের নাম।[১]

ইসা বিন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ খুব সহনশীল ছিলেন। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, সহনশীলতা কী? তিনি বললেন, অপমান ও অসম্মান হজম করে নেওয়া।[২]

= কারণে এপ্রিল মাসে কোনো আবেদন করা হয়নি। মে মাসে ৫৪টি এবং জুন মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩২ জনে দাঁড়ায়।

একইভাবে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে জানুয়ারি ২০২০ ইং মাসে ৬১৮ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৪৪২ জন, মার্চে ৪৯২ জন বিচ্ছেদের আবেদন করেন। উত্তরের মতো দক্ষিণেও করোনায় লকডাউনের কারণে এপ্রিল মাসে বিচ্ছেদের কোনো আবেদন করা হয়নি। তবে মে মাসে ১১৩ জন ও জুনে ৪৪১ জন বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেন।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জেনেছি, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও এ বছর ডিভোর্সের হার বেড়েছে। যেমন দুবাই ভিত্তিক ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র গাল্ফ নিউজ সৌদি বিচার বিভাগ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এ বছর করোনার কারণে প্রয়োগ করা লকডাউনের সময় বিবাহবিচ্ছেদের হার ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে।) অনুবাদক।

১. ইবনু আবিদ দুনিয়া কৃত আল-হিলম: পৃষ্ঠা নং ৬১।ক্রমিক নং ৮১।

২. প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা নং ৩৫।ক্রমিক নং ৩০।

আমিরে মুআবিয়া রা. সহনশীল ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন,

إنَّ الحِلْمَ الذُّلُّ

সহনশীলতা মানে হচ্ছে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করা।

মহান মুজাহিদ শাইখ আবুদল কাদির জাযাইর র. স্ত্রীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা নিবেদন করে তার রচিত এক কবিতায় বলেন,

فَما في الذُّلِّ للمحبوب عـارٌ سبيل الجد ذلٌّ للمـراد

رضا المحبوب ليس له عديل بغير الذلّ ليس بِمُسْتفادِ

প্রিয়তমার জন্য লাঞ্ছনায় লজ্জার কিছু নেই। সম্মানের পথই হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লাঞ্ছিত হওয়া।

প্রিয়তমার সন্তুষ্টির সমতুল্য কিছু হতে পারে না। লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া তা লাভ করা যায় না।[১]

এবার একটি মূল্যবান গ্রন্থ থেকে একটি উক্তি তুলে ধরছি। মাহাসিনুল ইসলাম (ইসলামের সৌন্দর্য) নামে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন দুনিয়াবিমুখ মহান আলেম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বুখারী র.।[২] তিনি সেখানে বিবাহের কিছু সুন্দর দিক নিয়ে আলোচনা এবং পুরুষদেরকে স্ত্রীদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন,

বিবাহের মূল সৌন্দর্য হলো, সহনশীলতার সঙ্গে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো। কারণ, নারীদের মাঝে বোকামী প্রবল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের সম্বোধন করে বলেন,

إنَّ إذا جُعْتُنَّ دَقَعْتُنَّ و إذا شبعتُنَّ بَطَرْتُنَّ

তোমরা ক্ষুধার্ত থাকলে বাধ্য করো আর তৃপ্ত থাকলে অহংকার করো।[৩]

---

১. الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري পৃষ্ঠা নং ১৬৯।

২. ফকিহ, মুফাসসির, উসুলবিদ। তাঁর রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে তাফসির লিল-কুরআনিল কারিম, মাহাসিনুল ইসলাম, আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ অন্যতম। তিনি ৫৪৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

৩. হাদিসটি আমি কোথাও পাইনি।

সহনশীলতা একটি প্রশংসনীয় গুণ। এটি আল্লাহ তাআলার একটি গুণ। 'الحليم' (সহনশীল) তার অন্যতম গুণবাচক নাম। তাই তিনি শাস্তির উপযুক্ত অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করেন না। সুতরাং কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার উচিত স্ত্রীর কোনো কথা বা কাজে কষ্ট পেলে সহ্য করা। তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। নিম্নোক্ত আয়াতে কারিমায় প্রশংসনীয় সমস্ত গুণাবলি একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

(হে নবী) আপনি ক্ষমা করুন। ন্যায়ের আদেশ করুন এবং মূর্খদের থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করুন।[১]

সুতরাং বিবাহিত প্রত্যেক পুরুষের উচিত সর্বদা ক্ষমা করতে থাকা, সদাচরণের আদেশ করতে থাকা এবং মূর্খতাকে এড়িয়ে চলা। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে উজ্জ্বল সৌন্দর্য।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একবার আয়েশা রা. তার এক দাসীর জন্য কাঁদছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,আমি এই আফসোসে কাঁদছি যে, তার নির্বুদ্ধিতা ও বোকামিগুলো সহ্য করা এবং তার খারাপ আচরণে ধৈর্যধারণ করার সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। কারণ তার আচার ব্যবহার খুব মন্দ ছিল।

আল্লাহ তাআলা তার কতিপয় বান্দার মাঝে সহনশীলতার গুণ সৃষ্টি করে তাদের প্রশংসা করেছেন। আর কতিপয় বান্দার মাঝে নির্বুদ্ধিতা সৃষ্টি করে তাদের নিন্দা করেছেন। সহনশীল ব্যক্তিকে নির্বোধের আচার-আচরণ সহ্য করার জন্যই সহনশীলতা দান করা হয়েছে। অন্যথায় এর কোনো উপকারিতা নেই। সুতরাং নির্বোধের মন্দ আচরণ যে সহ্য করতে পারবে না, সেও নির্বোধ।

বর্ণিত আছে, এক লোককে তার সফরসঙ্গী সফরে একা ছেড়ে চলে গেল। সে তার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করছিল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল,

---

১. সুরা আরাফ, আয়াত নং ১৯৯

আমার সফরসঙ্গী খুব খারাপ লোক ছিল। আমি তাকে সহ্য করছিলাম। তাকে বলা হলো, তুমি ভালো মানুষ হলে (তাকেও তুমি ভাল মনে করতে) তার খারাপ স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারতে না।

সুতরাং যে তার অপর ভায়ের মন্দ আখলাক সম্পর্কে জানতে পারে, সে সহনশীল নয়। আর যে নারীদের সহ্য করে নিতে পারে না, তার জ্ঞান-বুদ্ধি নারীদের চেয়েও কম।[১]

কবিতা:

لَنْ يَبْلُغَ المجدَ أقوامٌ و إن شرفُوا   حتى يذلُّوا و إن عزُّوا لأقوامٍ

ويُشْتَمُوا فترى الألوان مُسْفرةً   لا صَفْحُ ذُلٍّ و لكن صَفْحُ إكرامٍ.

কোনো জাতি মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও ততক্ষণ গৌরব লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না তারা অন্যকোন জাতির সম্মান রক্ষার জন্য নত না হয়।

তাদের গালিগালাজ করা হলে তুমি তাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল হতে দেখবে। এটি দুর্বলতার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া নয়। বরং মহৎ ও উদার হওয়ার কারণে।

দুটি ঘটনা:

এই ঘটনা দুটি হচ্ছে স্ত্রীদের প্রতি সহনশীলতার ফযিলত ও তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণকারীদের উচ্চ মর্যাদা প্রসঙ্গে।

আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা মনে করেন, স্ত্রীদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার দ্বারা মানুষ আল্লাহর অলি হয়ে উঠে এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করে।

স্ত্রীর দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে যারা এমন ফযিলত লাভ করেছেন, তন্মধ্যে দুজন মহান ব্যক্তির ঘটনা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

---

১. মাহাসিনুল ইসলাম ওয়া শারাইয়ুল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং ৪৪-৪৫।

• মহান বুজুর্গ আহমাদ রেফায়ি র.[১]

হাম্বলি মাযহাবের বিখ্যাত আলেম, আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া তাদেফি[২] قلائد الجواهر নামক গ্রন্থে এই বিখ্যাত আল্লাহর অলির জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তার এক শাগরেদ বলেন, তিনি স্বপ্নে তাকে একাধিকবার (মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে) যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত দেখেছেন, কিন্তু তিনি তাকে বিষয়টি বলেন নি। শায়খের স্ত্রীর মুখের ভাষা খুব খারাপ ছিল। সে তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করত। তাকে কষ্ট দিত। একদিন তার সেই শাগরেদ যে তাকে স্বপ্নে যোগ্য আসনে দেখতে পেয়েছিল, সে তার কাছে এলো। এসে দেখলো যে, তার স্ত্রী চুলার আগুন উস্কে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত লোহার শলাকা দিয়ে শায়খের কাঁধে আঘাত করছে। আঘাতে আঘাতে তার কাঁধের কাপড় কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিনি চুপ করে সহ্য করে যাচ্ছেন। শাগরেদ তখন ভয় পেয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল। তারপর শায়খের অন্যান্য শাগরেদদের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, শায়খকে তার

---

১. তিনি প্রসিদ্ধ রেফায়ি তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। একজন বড় মাপের আল্লাহর অলি। বিভিন্ন অঞ্চলে তার খ্যাতি ছিল। দুনিয়াবিমুখ,ফকিহ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। পুরো নাম, আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আলি বিন আহমাদ রেফায়ি বাতাইহি শাফেয়ি। ৫০০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার মামা শায়খ মানসুর বাতাইহী ও অন্যান্যদের থেকে শিক্ষা লাভ করেন। অসংখ্য তালবে ইলম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে আল-বুরহানুল মুআইয়াদ, হালাতু আহলিল হাকিকতি মাআল্লাহ উল্লেখযোগ্য। ৫৭৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন, আল্লামা শারানী কৃত তাবাকাতুল কুবরা: ১/২৫০; আল্লামা মুনাবী কৃত আল-কাওয়াকিবুত দুররিয়্যাহ: ২/২৯; শাযারাতুয যাহাব: ৬/৪২৭,

২. ইনি হলেন শায়খ কাযি আবুল বারাকাত জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন ইউসুফ রাবয়ি তাদিফি। সিরিয়ার হালব শহরের বাসিন্দা ছিলেন। প্রথমে হাম্বলি মাযহাবের এবং পরবর্তিতে হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ৮৯৯ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। হালব এবং মিশরের কায়রো শহরের বিখ্যাত আলেমদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। বিভিন্ন শহরে তিনি বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر ও القول المذهب في بيان ما في القرآن من الرومي المعرب। এ ছাড়া আরও অন্যান্য। ৯৬৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবন বৃত্তান্ত জানতে দেখুন শাযারাতুয যাহাব, ১০/৪৯২, আল-আলাম, ৭/১৪০।

স্ত্রী এমনভাবে নির্যাতন করছে আর তোমরা চুপ করে বসে আছ? তখন একজন বলল, তার স্ত্রীর মোহর পাঁচশ দিনার। শায়খ গরিব মানুষ। (তার এই মোহর পরিশোধের সামর্থ্য নেই।)

লোকটি তখন চলে গিয়ে পাঁচশ দিনার সংগ্রহ করল। তারপর একটি চীনামাটির পাত্রে সেগুলো নিয়ে শায়খের কাছে এলো। পাত্রটি সে শায়খের সামনে রাখল। তিনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী এগুলো? সে বলল, আপনার সঙ্গে জঘন্য আচরণকারী এই দুর্ভাগা নারীর মোহর। তখন তিনি মৃদু হেসে বললেন, তার হাত ও মুখের আঘাতে আমি যদি ধৈর্যধারণ না করতাম, তাহলে তুমি আমাকে (মহান আল্লাহর নিকট) যোগ্য আসনে উপবিষ্ট দেখতে না।[১]

এক আল্লাহর অলির ঘটনা:

আল্লামা আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া তাদিলি রহিমাহুল্লাহ তার 'আত-তাশাউফ ইলা রিজালিত তাসাউফ' নামক গ্রন্থে বলেন, আমি আবদুন নুর আলিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি শায়খ আবু মুহাম্মাদ সালেহ বিন ইয়ানসুরানকে[২] একাধিকবার এই ঘটনাটি বলতে শুনেছি।

---

১. কালাইদুল জাওহার, পৃষ্ঠা নং ১৬০। শাযারাতুয যাহাব: ৬/৪২৯। জামিউ কারামাতিল আউলিয়া: ১/৪৪১।

২. মরক্কোর শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গ ও অলিদের অন্যতম। ৫৫০ হিজরির আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শাইখ আবু মাদয়ান আন্দালুসি, শায়খ আবদুল কাদের জিলানি এবং শায়খ আবদুর রাজ্জাক রাজুলির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন। বড় বড় আইম্মায়ে কেরাম তার সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন এবং দূরদূরান্ত থেকে সফর করে মানুষ তার কাছে আসতেন। মরক্কোর আসফি শহরে তার একটি প্রসিদ্ধ খানকাহ ছিল। ৬৩১ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। শাইখ আহমাদ বিন ইবরাহিম তার জীবনীর ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম আল-মিনহাযুল ওয়াযিহ ফি তাহকিকি কারামাতি আবি মুহাম্মাদ সালেহ। ২০১৩ সালে মরক্কোর ওয়াকফ মন্ত্রণালয় গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ আল-কানুনী আসিফি তার জীবনীর ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম: البدر الائح و المتجر الرابح في مآثر آل أبي محمد صالح। গ্রন্থটি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বলেন,

'একদিন আবু মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাককে[১] তাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাঝের কোনো একটি বিষয় নিয়ে খুব বিষন্ন হয়ে থাকতে দেখা গেল। তার স্ত্রী প্রায়ই তাকে মারধর করত। তিনি তখন তার থেকে মিসরের আখমিমে যুননূন মিসরির খানকায় এসে পড়ে থাকতেন। একদিন সকালে আমরা তার কাছে গেলাম। দেখলাম যে, তার সারা গা রক্তে মেখে আছে। মাথায় আঘাতের চিহ্ন। তখন তিনি আমাকে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বললেন, রাতে তিনি খানকায় ছিলেন। দরজা বন্ধ ছিল। এক ব্যক্তি এসে দরজার দিকে হাত বাড়াতেই দরজা খুলে গেল। তারপর সে ভেতরে প্রবেশ করল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে আপনি? লোকটি বলল, আমি মুসা আল-হারাবি।[২] তারপর সে বলল, আমি কী বলি শুনুন। তারপর সে বলতে লাগল, এক লোক এক আল্লাহর অলির সম্পর্কে শুনে তার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বের হলো। দীর্ঘ কয়েক মাস পথ চলার পর সে বুযুর্গের শহরে প্রবেশ করল। তখন রাত নেমে এসেছে। সে বুযুর্গের বাড়ির উপর তলায় মেহমান হিসেবে উঠল। কিছুক্ষণ পর সে বুযুর্গের স্ত্রীর কথার আওয়াজ শুনতে পেল। সে বুযুর্গকে রাতের খাবার দিতে এসে বলছে, খেয়ে নাও হে রিয়াকারী! আল্লাহর শপথ! তোমার সম্পর্কে আমি যা জানি, মানুষ যদি তা জানত, তাহলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করত। লোকটি তার এমন কথা শুনে বুযুর্গের প্রতি তার ধারণা পাল্টে গেল। মনে মনে বলল,

---

১. মহান বুজুর্গ শায়খ আবু মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক আল-জাযুলি। মিসরের বাসিন্দা। মালেকি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আকিদায় আশআরী ছিলেন। মহান শায়খ আবু মাদয়ান মুআইব আল-আনসারি র.-এর শাগরেদ ছিলেন। মিসরের ইস্কান্দারিয়্যা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। এই শহরেই তিনি ৫৬২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। 'আত-তাশাউউফ' নামক গ্রন্থের ৩২৭ নং পৃষ্ঠায় তার জীবনী রয়েছে। আরও রয়েছে ইবনে কুনফুদ কুসানতিনিনর উনসুল ফাকির ও ইযযুল হাকির গ্রন্থে ৩৬ নং পৃষ্ঠায় এবং البدر الائح و المتجر الرابح في مآثر آل أبي محمد صالح গ্রন্থের ৩৫ নং পৃষ্ঠায়।

২. المعزَى গ্রন্থের লেখক তার প্রশংসা করে বলেন, মুসা আল-হারাবি অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। মাদয়ানের অধিবাসী ছিলেন। তার অনেক আশ্চর্যজনক কারামত ছিল। যেমন পানির উপর দিয়ে হাঁটা। জমিনে তার অনেক বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক কারামত ছিল।

আমি তার চেহারা দর্শন করে বরকত লাভের জন্য এলাম। আর এখন এসব কী শুনছি। তিনি তার সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন। পরক্ষণেই মত পরিবর্তন করলেন। (এত দূর থেকে এত মাস সফর করে এসেছেন, এভাবে চলে যাবেন।))।

সকাল হলে তিনি বুযুর্গের দরজা নক করলেন। তার স্ত্রী তাকে বলল, তিনি বনে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েছেন।

তখন লোকটি বনে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল, একটি সিংহ বুযুর্গকে লাকড়িকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। তিনি সেগুলো রশি দিয়ে বাঁধলেন। তারপর সিংহের পিঠে রাখলেন। সিংহ তা বহন করে যখন জনপদের কাছাকাছি এলো, তখন বুযুর্গ তার পিঠ থেকে লাকড়ির বোঝা নামিয়ে রাখলেন। সিংহটি তখন বনে চলে গেল।

লোকটি আড়াল থেকে দৌড়ে বুযুর্গের কাছে এসে তার হাতে চুমু খেয়ে বলল, হযরত (দয়া করে একটু বলবেন,) আপনি কীভাবে এই মাকাম লাভ করেছেন? বুযুর্গ তখন তাকে বলল, গত রাতে তুমি যা শুনেছো, সেসব কথার উপর ধৈর্যধারণ করার ফলে।

তারপর মুসা আল-হারাবি আমাকে বলল, হে আবদুর রাজ্জাক, মাশরিক এবং মাগরিববাসীর (পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীদের) অন্তরে আল্লাহ আপনার জন্য সম্মান রেখেছেন। তারা সকলেই আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এক বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া তাদের সকলকে আল্লাহ আপনার অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। আর আপনি কি না সে-ই বৃদ্ধা মহিলার মন্দ আচরণে ধৈর্যধারণ করতে পারছেন না?

এ কথা বলে সে আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন এক ভীষণ আর্তচিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়লাম। তখন আমার মাথা দেয়ালের সঙ্গে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কীভাবে ফেটে গেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

তারপর আবদুর রাজ্জাক আমাদের বললেন, আল্লাহর শপথ! আজকের পর থেকে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে যে আচরণই করুক, আমার কোনো সমস্যা নেই। সে যদি আমার দাড়ি টেনে ছিঁড়েও ফেলে, আমি তাকে কিছু বলব না।

তারপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়স্বরূপ গরিবদের উদ্দেশ্যে তার কাপড়-চোপড় ফেলে গেলেন। তারা সেগুলো বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। [১]

কবিতা:

عليّ قَدر المرء تــأتي خطـوبه   وَيُحْمَدُ منه الصبر مما يُصِيبُه

فمن قَلَّ فيما يلتَقِيْه اصطبارُه   لقد قَلَّ فيما برتجيه نصـيبه

আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার স্তর অনুযায়ী তার বিপদাপদ আসে। আর এসব বিপদাপদে ধৈর্যধারণের কারণেই সে প্রশংসনীয় হয়ে উঠে।
বিপদাপদে ধৈর্য যার কম হয়, কাঙ্ক্ষিত বস্তু তার তত কম লাভ হয়।

স্ত্রীর নিপীড়নে ধৈর্যধারণকারীদের বিরাট প্রতিদান

স্ত্রীর নিপীড়নে কেউ ধৈর্যধারণ করলে সে এমন সওয়াব ও মহাপুরস্কার লাভ করবে যা মীযানের পাল্লায় ভারি হবে এবং কেয়ামতের দিন যা নিয়ে সে গর্ব করবে।

কাবুল আহবার র. [২] বলেন,

من صبر على أذى إمرأته، أعطاه الله تعالى من الأجر ما أعطى أيوب عليه السلام، و من صبر على أذى زوجها لها، أعطاها الله تعالى من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم رضي الله عنه.

যে ব্যক্তি স্ত্রীর অসদাচরণে সবর করবে, করলে আল্লাহ তাকে হযরত আইউব আ.-এর সমপরিমাণ সওয়াব দান করবেন। আর যে স্ত্রী স্বামীর নিপীড়নে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ফেরাউন পত্নী আসিয়া বিনতে মুযাহিমের মতো সওয়াব দান করবেন। [৩]

---

১. আত-তাশাউফ, পৃষ্ঠা নং ৩২৯।

২. বিখ্যাত তাবেয়ি। তিনি প্রথমে ইহুদি ছিলেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৩২ হিজরিতে, অন্য মতে ৩৪ হিজরিতে হিমস শহরে ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত জানতে দেখুন 'সিফাতুস সাফওয়া, ২/৩৬৬,ক্রমিক নং ৭৪২। শাযারাতুয যাহাব, ১/২০১।

৩. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানি কৃত তাম্বিহুল মুগতাররিন, পৃষ্ঠা নং ৬১।

স্ত্রীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করার উদ্দেশ্য:

স্ত্রীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করার উদ্দেশ্য অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ও মার্জিত করা:

স্ত্রীর আচরণে ধৈর্যধারণ করার পেছনে উলামায়ে কেরাম ও আল্লাহর অলিদের অনেক মহান উদ্দেশ্য কাজ করত। যেমন, ধৈর্যধারণ ও সহ্য করার মানসিকতা গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, যাতে নিজের আখলাক-চরিত্রে পরিশীলিত হয় এবং নফসের অবাধ্য আচরণ বন্ধ হয়।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি র. বলেন, স্ত্রীর অসদাচরণ ও নিপীড়নে সবর করলে অভ্যাস সংশোধিত, ক্রোধদমিত ও আখলাক সুন্দর হয়। কারণ, যে ব্যক্তি একা অথবা কোনো সদাচারীর সঙ্গী হয়ে থাকে, তার নফসের মালিন্য ফুঠে উঠে না এবং ভেতরের নষ্টামি প্রকাশ পায় না। তাই নিজেকে এ ধরণের নিপীড়ন ও অসদাচরণের মুখোমুখি ফেলে পরীক্ষা করা এবং সবরের অভ্যাস গড়ে তোলা অধ্যাত্ম পথের পথিকের জন্য অপরিহার্য। এতে তার আখলাক সুষম এবং অন্তর নিন্দনীয় বিষয় থেকে পাকসাফ হয়ে যায়।[১]

আমাদের পূর্ববর্তীদের আখলাক-চরিত্র এমনই ছিল।

আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শারানি র. কতিপয় সৎকর্মপরায়ণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তারা যখন এমন কোনো নারী কিংবা গোলামের সংবাদ পেত, যার আচার-ব্যবহার খারাপ, তখন তারা সেই নারীকে বিয়ে কিংবা সেই গোলামকে খরিদ করে নিত। তারপর তারা তাদের খারাপ আচরণে ধৈর্যধারণ করত। এমনিভাবে তারা গাধা কিংবা খচ্চর ক্রয়ের সময়ও যেটা অবাধ্য, একগুঁয়ে, জেদি, সেটা ক্রয় করত। তারপর তাতে চড়ত, কিন্তু প্রহার করত না। এভাবে তারা নিজের নফসকে সবরের অনুশীলন করাত।[২]

আর তারা এমনটি করতেন, কারণ তারা জানতেন, সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে ক্রোধান্বিত হয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া বা কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ

---

১. ইয়াহইয়াউ উলুমুদ্দিন, ২/৪২।

২. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية পৃষ্ঠা নং ৩৬২।

গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করে সবর করা। যেমন স্ত্রী-সন্তান, দাস-দাসী ও চাকর-বাকরের ক্ষেত্রে।[১]

অনুরূপভাবে সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে, কোরানের নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমলস্বরূপ কেউ কষ্ট দিলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া,

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

আর (মুমিনদের একটি গুণ হচ্ছে) তারা যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।[২]

এমনিভাবে সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে, অন্যের মানুষের উপকার করা, যদিও তারা তার নিন্দা ও সমালোচনা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাদের কল্যাণকামনা করে এবং তাদের উপকার করে।[৩]

অনেক বড় বড় দার্শনিকের উদ্দেশ্য এমনই ছিল। যেমন,

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস:[৪]

তিনি একজন জগদ্বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক। সংসারবিমুখ ছিলেন। কিন্তু গ্রিকদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাদের মহান ব্যক্তিদের বিয়ে করা

---

১. প্রাগুক্ত।

২. সুরা শুরা, আয়াত নং ৩৬৫

৩. প্রাগুক্ত।

৪. সক্রেটিস।প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। তিনি দার্শনিকদের গুরু ও জ্ঞানতাপস ছিলেন। গ্রিকের এথেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরাসের শিষ্য। তার অনেক উপদেশমালা, নীতিকথা ও প্রজ্ঞাপূর্ন বাণী রয়েছে। মানুষ তাকে দেবতার মতো সম্মান করত। গ্রিকদের মূর্তিপূজার বিরোধিতা করায় ও তাদের দেবদেবিদের স্বীকার না করায় তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় মূর্তিপূজার অসারতায় তিনি অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছিলেন। ফলে গ্রিকরা জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে। তারা তখন তাদের রাজাকে বাধ্য করে তাকে হত্যা করতে। তারপর রাজার সঙ্গে তার একটি বিতর্ক হয়। সেখানেও তিনি দুর্বিনীত আচরণ করেন। নিজের বিশ্বাসের উপর অটল থাকেন। তখন রাজা তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। তার জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে দেখুন نزهة الأرواح و روضة الأفراح في تاريخ الحكماء و الفلاسفة. পৃষ্ঠা নং ১১৯।

আবশ্যক ছিল; যাতে তাদের বংশধারা জাতির মাঝে অব্যাহত থাকে। তাই তাকে যখন বিয়ে করতে বলা হলো, তখন তিনি এমন একজন নির্বোধ নারীকে বিয়ে করতে চাইলেন, গ্রিকে যার চেয়ে একগুঁয়ে, হঠকারী, জেদি, উদ্ধত আর কেউ নেই। কারণ, তিনি তার মূর্খতা ও অসদাচরণ সহ্য করে ধৈর্যধারণের অভ্যাস করতে চেয়েছিলেন; যাতে এভাবে তিনি অন্যান্যদের মূর্খ আচরণ হজম করার শক্তি লাভ করেন।[১]

যখন তাকে বলা হলো, আপনাকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে, তখন তিনি বললেন, যদি বিয়ে করতেই হয়, তাহলে এমন মেয়েকে বিয়ে করব, যে দেখতে খুব কুশ্রী, যার আচার-ব্যবহার খুব জঘন্য। তারা জিজ্ঞাসা করল, এমনটি কেনো? তিনি বললেন, প্রথম কারণ হচ্ছে, যাতে আমার নফস তার সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহবোধ না করে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যাতে তাকে সহ্য করার মাধ্যমে নিজের অভ্যাসকে আমি সংশোধন করতে পারি।

কবিতা:

يا حَبَّذا الحلمُ ما أحلى مَغْبَتُه   جِدًّا وأَنْفَعه للمرء ما عاشا

সহনশীলতা কতইনা উত্তম! এর পরিণাম কতই না মধুর।
এবং এর উপকার জীবনভর।

পূর্বসূরীদের আদব: স্ত্রীদের ব্যাপারে অভিযোগ না করা:

এই উম্মাহর পূর্ববর্তীদের একটি গুণ ছিল, স্ত্রীরা নিপীড়ন করলেও তারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন না। তাদের দোষারোপ করতেন না। বরং সমস্ত দোষ নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিতেন। নিজেকে দোষারোপ করতেন। মহান ও সমুচ্চ আখলাকের অধিকারী ছিলেন তারা।

ইমাম শারানি তাম্বিহুল মুগতাররিন নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ৬২) বলেন, উম্মাহর পূর্ববর্তীদের আখলাক ছিল, তারা স্ত্রীদের অসদাচরণে কেবল ধৈর্যধারণই করতেন না। বরং তাদের এমন আচরণকে নিজেদের বদ আমলের কারণ মনে করতেন। তারা মনে করতেন, কেউ আল্লাহ তাআলার

---

১. نزهة الأرواح و روضة الأفراح في تاريخ الحكماء و الفلاسفة পৃষ্ঠা নং ১১৯।

সন্তুষ্টির খেলাফ কোনো কাজ করলে তার স্ত্রী তার সন্তুষ্টির খেলাফ কাজ করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে থাকে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নয়। যেমন নবীগণ এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত নন। তারা মাছুম তথা নিষ্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোনো কাজ করেন না। পূর্ববর্তীদের মাঝে সাধারণ ব্যক্তিগণ আল্লাহর সঙ্গে নিজের কোনো নাফরমানির বিষয় খুঁজে না পেলে এই ভেবে স্ত্রীদের নিপীড়ন সহ্য করে নিতেন যে, স্ত্রীদের মাঝে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের পরিমাণ অনেক বেশি। তারা স্ত্রীদের হক পূর্ণরূপে আদায় করতেন। স্ত্রীদের বাঁকা স্বভাব, বিপরীত চলাফেরা, অসদাচরণ সত্ত্বেও তারা তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করতেন। এসব তাদেরকে স্ত্রীদের হক আদায়ে বাঁধা দিতে পারত না। কারণ তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের উপর আমল করতেন,

أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك و لا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

কেউ তোমার কাছে আমানত রাখলে তার আমানত আদায় করে দাও। কিন্তু কেউ তোমার সঙ্গে খেয়ানত করলে তার সঙ্গে খেয়ানত করো না।[১]

এ সংক্রান্ত আরেকটি আলোচনা আমরা এখন তুলে ধরছি। আলোচনাটি মহান বুযুর্গ আলি-আল খাওয়াসের।[২] এটি তার থেকে তার বিখ্যাত শাগরেদ ইমাম শারানি বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, সাধারণত স্ত্রীর আখলাক-চরিত্র পুরুষের আখলাক-চরিত্রের অনুরূপ হয়ে থাকে। কারণ নারীকে পুরুষ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি নিজের স্বভাব-চরিত্রের কোনো দিক সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, সে যেন তার স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে। সুতরাং প্রিয় ভাই আমার, তুমি যদি চাও তোমার স্ত্রীর আখলাক ভালো হয়ে যাক, তাহলে আল্লাহর সঙ্গে তুমি তোমার আখলাককে ঠিক করে নাও। অধিকাংশ মানুষ

---

১. তাম্বিহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা নং ৬২।

২. বহুত বড় আল্লাহর অলি ছিলেন। ইমাম শারানি তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। ৯৩৯ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন: তাবাকাতুল কুবরা, ২/২৬৬, আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ, ২/৪৯৫।
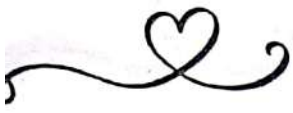
এ বিষয়ে গা.ফল থাকে। (তারা এভাবে চিন্তাই করে না।)আর স্ত্রীদের আচার-ব্যবহার নিয়ে একের পর এক অভিযোগ করতেই থাকে। অথচ নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। আমার এ কথাটি যদি তারা অনুভব করত, জানত, তাহলে নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হত। নিজেদের আখলাক সুন্দর করে নিত। আর তখন তাদের স্ত্রীদের আখলাকও সুন্দর হয়ে যেত।[১]

তারপর ইমাম শারানি তার শায়খের উপরোক্ত কথার সমর্থনে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, আমি আমার স্ত্রী উম্মে আবদুর রহমানের আখলাকের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি। যাহেরি কিংবা বাতেনি (প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য) আমলের ক্ষেত্রে আমি যদি এদিক-সেদিক করি, তখন সেও আমার সঙ্গে বাঁকা আচরণ করতে থাকে। অথচ এমনি তার আখলাক খুব উত্তম। অনেক সময় আমি তার সঙ্গে খুব উত্তমভাবে মিশি। তখন আমার মনে কামনা জেগে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেখি তার আচরণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি এর কারণ বুঝতে পারি। তাই আমি সেই অবস্থা থেকে ফিরে আসি। আর সেও তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে যায়।

রেসালায়ে কুশাইরিয়্যায় ফুযাইল বিন ইয়াজ[২] রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার কোনো নাফরমানি করে ফেললে, তার খারাপ প্রভাব আমি আমার গাধা, গোলাম ও স্ত্রীর আচরণে দেখতে পেতাম। আমি আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করে লজ্জিত হলে, তাদের সেই মন্দ আচরণ দূর হয়ে যেত। আমি তখন বুঝতে পারতাম,

---

১. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية পৃষ্ঠা নং ২৬১।

২. মুসলিম উম্মাহর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। জগদ্বিখ্যাত আলেম, আবেদ এবং যাহেদ (দুনিয়াবিমুখ)। ইমাম শাফেয়ি এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো বিখ্যাত ইমামগণ তার মজলিসে বসতেন এবং তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করতেন। ইবরাহিম বিন আশআশ বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহকে দুবার ফুযাইল বিন ইয়াজের হাত চুমু খেতে দেখেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক র বলেন, আল্লাহর জমিনে ফুযাইলের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। ১৮৭ হিজরিতে তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন সিফাতুস সাফওয়া, ১/৪২৮; তাযকিরাতুল হুফফাজ: ১/১৮০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ: ১০/১৬৫; তাবাকাতুল কুবরা: ১/১২৬; আল-কাওয়াকিবুত দুররিয়্যাহ: ১/১৩৩।

আমার তওবা কবুল হয়েছে, অনেক সময় এমন হতো। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছি এবং কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিতও হয়েছি, তথাপি গাধাটি অবাধ্য আচরণ করত, আমার স্ত্রী, গোলাম আদেশের পরিপন্থী কাজ করছে, তখন আমি বুঝতে পারতাম যে, আমার তওবা কবুল হয়নি।[১]

সুতরাং প্রিয় পাঠক বন্ধু আমার! স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ করার পূর্বে তুমি তোমার নিজের দোষ-ক্রটিগুলো অনুসন্ধান করো। সেগুলো খুঁজে বের করো। এমনিভাবে নারীরও উচিত, নিজের দোষ-ক্রুটিগুলো প্রথমে দেখা। তারপর স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করা।

আল্লামা শারানি র. আল-মিনানুল কুবরা নামে অপর একটি গ্রন্থেও তার উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,আমার উপর আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ নেয়ামত হলো, আমার অনুসারী, স্ত্রী ও খাদেমদেরে বিরূপ আচরণ, স্ত্রীর অবাধ্যাচরণ এবং গোলামের পলায়ন-এসব ক্ষেত্রে আমার ধৈর্যধারণ করতে পারা। আর তা সম্ভব হয়, কারণ আমি জানি যে, আমি আমার রব, আমার স্রষ্টার সঙ্গে যেমন আচরণ করব, তার সৃষ্টিও আমার সঙ্গে তেমন আচরণ করবে। সুতরাং তিরস্কার যদি মূলত করতেই হয়, তাহলে আমি নিজেকে করব। তাদেরকে নয়। কারণ তারা সকলেই এক হিসেবে মানুষের ছায়ার মতো। কোনো মানুষ সোজা হলে তার ছায়াও সোজা হবে। সে বাঁকা হলে তার ছায়াও বাঁকা হবে। মানুষের ছায়া তো তারই চিহ্ন। কেউ যদি চায়, সে বাঁকা থাকলেও তার ছায়া সোজা থাকবে, তাহলে তা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ স্ত্রী কিংবা গোলামের কথাই বলি, তাদের বিরূপ ও বক্র আচার-আচরণ মূলত আমাদের আচার-আচরণের বক্রতার কারণে। সুতরাং বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে, স্ত্রী কিংবা গোলাম সাধারণত তার সঙ্গে যেমন আচরণ করে থাকে, এর বিপরীত আচরণ করলে সে তখন নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে,নিজের দোষ-ক্রটিগুলো খুঁজে বের করে, তারপর সেগুলো সংশোধন

---

১. আল্লামা ইবনে কাসির তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় : ১০/১৬৬ বর্ণনা করেন, ফুযাইল বিন ইয়াজ র. বলেন, আমি আল্লাহর কোনো নাফরমানি করলে, আমি তা আমার গাধা, গোলাম,স্ত্রী ও বাড়ির ইঁদুরের আচরণ দেখে বুঝতে পারতাম।

ও আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হয়। তখন তার অধীনস্থরাও অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। নির্বোধ ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে, সে নিজে আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে বেড়ায়। নিজেকে সংশোধনের কোনো চেষ্টাই করে না, আর স্ত্রীকে তার কথা মেনে চলার আদেশ করতে থাকে। এভাবে দিন দিন সে স্ত্রীর প্রতি কঠোর ও বিতৃষ্ণ হতে থাকে। একপর্যায়ে এই কঠোরতা ও বিতৃষ্ণাবোধ তাদের দুজনকে আদালতে, তারপর সেখান থেকে বিচ্ছেদ ও তালাকের দিকে নিয়ে যায়। তার হয়ত ধারণা,এই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে যে নারীকে সে বিবাহ করবে, সে তার চেয়ে ভাল হবে। তার এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ, সে নিজে যদি ঠিক না হয়, তাহলে যে নারীকেই সে বিয়ে করবে সে নারীই তার সঙ্গে থেকে তার মতো বাঁকা হয়ে যাবে। তার সঙ্গে বিবাহের আগে সেই নারী যত ভাল, নম্র,ভদ্র ও সুশীল থাকুক না কেন। জেনে রেখো, তুমি যে পরিমাণ গুনাহ ও আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করবে, তোমার অধীন ব্যক্তিরাও তোমার সঙ্গে সে পরিমাণ মন্দ ও অবাধ্য আচরণ করবে। গুনাহ ও নাফরমানির স্তর অনুযায়ী তাদের আচরণে তারতম্য হবে। গুনাহ মারাত্মক হলে তাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতাও মারাত্মক হবে। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপারে কিংবা কোনো মনিব তার গোলামের ব্যাপারে খুব অভিযোগ নিয়ে আসে, তখন বুঝে নিই যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভীষণ ধরা ধরেছেন। আর আল্লাহর অলিগণ মূলত আপন অধীনদের অবাধ্যতার শিকার হন, তাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কঠিন হিসাব-নিকাশ ও তাদের প্রতি তার বিশেষ রহমতের কারণে। যাতে তাদের কেউ সামান্য সময়ের জন্যও তার থেকে গাফেল না হয়। অন্যদের অবস্থা তাদের মতো নয়।[১] (অর্থাৎ অলিদেরকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষায় ফেলেন রহমতস্বরূপ। এর মাধ্যমে তিনি তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর অন্যদের পরীক্ষায় ফেলেন গুনাহের শাস্তিস্বরূপ।)

তারপর ইমাম শারানি তার শায়খ আলি আল-খাওয়াস র. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহর অলিকে সবসময় অধীন ব্যক্তি যেমন স্ত্রী, গোলাম ও অন্য কিছু দ্বারা পরীক্ষায় ফেলে রাখা হয়। কারণ এগুলো নিয়ে যখন সে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন এগুলোর প্রতি তার অন্তরে এক ধরনের

১. আল-মিনানুল কুবরা, পৃষ্ঠা নং ৩৬৫।

আকর্ষণ তৈরি হবে, আর তখন এগুলো তাকে ধ্বংস করে দিবে। আর যখন চিন্তা-ভাবনা করবে না। তখন এগুলো শুধু তাকে বাহ্যিকভাবে আক্রান্ত করতে পারবে। আর বাহ্যিকভাবে আক্রান্ত হলে সে এগুলোকে অপছন্দ করা শুরু করবে। আর তখন এগুলো তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। অন্তর আক্রান্ত হওয়ার তুলনায় বাহ্যিক এ ক্ষতি বা শাস্তি অনেক কম। কারণ আল্লাহ তাআলা আত্মমর্যাদাশীল, বড় গায়রতওয়ালা, তার কোনো অলি ও বন্ধু তাকে ব্যতীত পার্থিব কোনো কিছুর প্রতি ঝুঁকবে, এটা তিনি বরদাশত করেন না। কেউ এমনটি করলে তার অন্তরে বিষ মাখা তীর দিয়ে আঘাত করা হয়। সে তখন দুনিয়া-আখেরাত উভয়টিই হারায়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে ঘরে প্রবেশ করে এবং স্ত্রী তার কথা না শুনলে তাকে ভর্ৎসনা করে না। বরং নিজের নফসকে ভর্ৎসনা করে। কারণ তার নফস অবাধ্য হওয়ার কারণে তার স্ত্রী অবাধ্য হয়েছে। যারা আল্লাহর অলি ও তার বন্ধু-তাদের ক্ষেত্রে এমনটিই বেশি হয়ে থাকে।[১]

আমি বলি, মহান বুযুর্গ মুহাম্মাদ আল-আরাবি আদ-দারকাবির[২] মতও এমনই। একটি রেসালায় তার একটি আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেখানে তিনি বলেন,

'জনৈক দরবেশ আমাকে বলল, আমার স্ত্রী আমার উপর প্রবল। তখন আমি তাকে বললাম, সে তোমার উপর প্রবল নয়। বরং তোমার নফস তোমার

---

১. প্রাগুক্ত।

২. মহান বুজুর্গ। ইমাম। মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক, মুহাম্মাদ আল-আরাবি বিন আহমাদ আদ-দারকাবি যারওয়ালি হাসানি। সাত কেরাতে তিনি কুরআন হেফজ করেছিলেন। ফাস শহরে সফর করে সেখানকার বড় বড় উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। তারপর মহান বুযুর্গ ও সাধক সাইয়েদ আলি আল-জামাল র.-এর. সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তার সান্নিধ্যে এসেই তার বক্ষ উন্মোচিত হয়। তার অনেকগুলো রেসালাহ্ সংকলন রয়েছে। সেগুলোর সংকলন ছাপা হয়েছে। উলামায়ে কেরাম তার এই রেসালাহগুলোর প্রশংসা করেছেন। ১২৩৯ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন سلوة الأنفاس و محادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء و الصلحاء بفاس. طبقات الشاذلية الكبرى। (১/১৯১, ক্রমিক নং ১১২)। المطرب بمشاهير أولياء المغرب (পৃষ্ঠা নং ২০৫)। (পৃষ্ঠা নং ১৮৫)।

উপর প্রবল। সুতরাং তুমি যদি তোমার নফসের উপর প্রবল হতে পারো, তাহলে সমস্ত জগতের উপর প্রবল হতে পারবে। যদিও সেটা সমস্ত জগতের অনিচ্ছায় হোক না কেন। জগতের সবকিছুকে যদি তুমি তোমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারো, তাহলে তোমার স্ত্রীকে আরও সহজে বশ করতে পারবে। আমরা যদি আমাদের মন্দ ও গুনাহের কাজের আদেশকারী নফসে আম্মারাকে হত্যা করতে পারি, তাহলে তাকে হত্যার মাধ্যমে সমস্ত জালেমকে হত্যা করতে পারব। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত।

আল্লামা ইবনুল জাওযি র.-এর মতও তাই। তিনি তার 'সাইদুল খাতির' গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি আমার কাছে স্ত্রীর প্রতি তার মাঝে ঘৃণা কাজ করার কথা জানাল। তারপর বলল, কয়েকটি কারণে আমি তার সঙ্গে বিচ্ছেদে যেতে পারি না। এক, আমার উপর তার অনেক ঋণ। দুই, আমার ধৈর্য কম। তবে আমার জিহ্বা সবসময় তার ব্যাপারে অভিযোগ করতে থাকে এবং এমন কিছু বলতে থাকে, যা শুনলে তার প্রতি আমার ঘৃণা কী পরিমাণ, আপনি তা জানতে পারবেন।

তখন আমি তাকে বললাম, এভাবে কাজ হবে না। ঘরে প্রবেশ করতে হলে দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হয়। তোমার উচিত, নিজেকে নিয়ে একটু একাকী বসা। তাহলে তুমি জানতে পারবে যে, এই নারীকে মূলত তোমার উপর তোমার গুনাহের কারণে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; যাতে তুমি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তওবা করো ও নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরো। সুতরাং তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে কোনো লাভ নেই। যেমন হাসান বসরি র. হাজ্জাজ সম্পর্কে বলেন, সে হচ্ছে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তরবারি দিয়ে আল্লাহর শাস্তির মুকাবেলা করতে যেয়ো না। বরং ইস্তেগফারের মাধ্যমে এর মুকাবেলা করো। আর জেনে রেখো; তুমি পরীক্ষার স্থানে আছ। আর সবরের বিনিময়ে তোমার জন্য প্রতিদান রাখা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

তোমরা কোনো কিছুকে হয়ত অপছন্দ করবে, অথচ তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। [সুরা বাকারা, আয়াত নং ২১৬]

সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে তার ফায়সালার ব্যাপারে সবরের আচরণ করো এবং তার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করো। তুমি যখন একই সঙ্গে গুনাহ থেকে তওবা, ইস্তেগফার, তার ফায়সালায় ধৈর্যধারণ ও মুক্তি প্রার্থনা করতে থাকবে, তখন তুমি তিনটি ইবাদতের সওয়াব লাভ করতে থাকবে। আর কোনো অর্থহীন কাজে তোমার সময় নষ্ট হবে না। সুতরাং ভুলেও কখনো এমন ধারণা করো না যে, তুমি আল্লাহ তাআলার ফায়সালা রোধ করতে পারবে। কারণ, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, আল্লাহ যদি তোমার ক্ষতি করতে চান, তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কারও তা দূর করার ক্ষমতা নেই।)

আর স্ত্রীর প্রতি ঘৃণার কারণে তুমি যে মনঃকষ্টে ভুগছ, এর কোনো কারণ নেই। কারণ তাকে তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি অন্য বিষয়ে মগ্ন হও। জনৈক পূর্ববর্তী থেকে বর্ণিত আছে যে, এক লোক তাকে গালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমিনের সঙ্গে নিজের গাল লাগিয়ে এই দোআ করলেন যে,

اللهم اغفر لي الذنبَ الذي سلَّطْتَ هذا به عليَّ.

হে আল্লাহ যেই গুনাহের কারণে তুমি একে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছ, তুমি আমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দাও।

লোকটি বলল, আমার স্ত্রী আমাকে সীমাহীন মহব্বত করে, আমার অনেক খেদমত করে, তবে আমি কেন যেন তাকে খুব ঘৃণা করি।

আমি তাকে বললাম, তুমি তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর ফায়সালার মুকাবেলা করো, তাহলে সওয়াব পাবে। আবু ওসমান নিশাপুরী র.-কে[১] একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি তোমার কোন আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী? তিনি বললেন, আমার তখন অল্প বয়স। আমার

---

১. তিনি হলেন ইমাম আবু উসমান সায়িদ বিন ইসমাইল হিরী। রায় শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নিশাপুর গমন করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ২৯৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে, হিলয়াতুল আউলিয়া: ১০/২৪৪, ক্রমিক নং ৫৬৮। আরও আছে সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে: ২/৩০১, ক্রমিক নং ৬৭৭। আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ : ১/৪৯২, ক্রমিক নং ২৫০।

পরিবার আমার বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হচ্ছিলাম না। তখন এক বোরকা পরিহিতা নারী আমার কাছে এসে বলল, হে আবু উসমান, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি আমাকে বিয়ে করুন। তারপর সে তার বাবাকে উপস্থিত করল। তিনি দরিদ্র মানুষ ছিলেন। তিনি তখন আমাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। তিনি এতে খুব আনন্দিত ছিলেন। তারপর সেই নারী যখন বউ হয়ে আমার ঘরে এল, আমি দেখলাম যে সে কানা, খোড়া ও কুশ্রী। তবে আমার প্রতি তার ভালোবাসা আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বাধা দিল। আমি তখন তার মন রক্ষার্থে বসলাম। তার প্রতি কোনো প্রকার ঘৃণা প্রকাশ করলাম না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি যেন ঘৃণার অঙ্গারে জ্বলে পুড়ে মরছিলাম। এভাবে আমি তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পনেরো বছর তার সঙ্গে সংসার করেছি। এই সুদীর্ঘ পনেরো বছর আমি যেভাবে তার মন রক্ষা করেছি, এর চেয়ে অন্য কোনো আমলের দ্বারা নাজাত পাওয়ার ব্যাপারে আমি বেশি আশাবাদি না।

ইবনুল জাওযি র. বলেন, আমি সেই লোকটিকে বললাম, এই হলো সত্যিকার পুরুষের কাজ। বিরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করে কী লাভ বলো? ভুক্তভোগীর চিৎকারের কী ফায়েদা? এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ, যা আমি তোমাকে একটু আগে বলেছি, তওবা,সবর ও মুক্তি প্রার্থনা। যেসব গুনাহর কারণে তুমি এ শাস্তি পাচ্ছ সেসব স্মরণ করো এবং এ কাজটি বেশি বেশি করো। যদি মুক্তি লাভ হয়, তো ভাল। যেন হিসাবে কোনো কিছুই নেই। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করা একটি ইবাদত। সুতরাং তোমার অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা না থাকলেও তুমি কষ্ট করে হলেও তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করো। দেখবে একসময় এর উপর স্থির, অটল হয়ে গেছ।[১]

الحِلْمُ زَيْنٌ والتقى كَرِيْمٌ والصبرُ خَيْرُ مَراكِبِ الصَّعْبِ

সহিষ্ণুতা একটি ভূষণ। তাকওয়া হচ্ছে মহান।
আর সবর হলো বিপদ অতিক্রমের সর্বোত্তম বাহন।

১. সাইদুল খাতির: পৃষ্ঠা নং ২৭৮-২৭৯।

অপর মুসলমানকে বিপদমুক্ত রাখতে যারা স্ত্রী নিপীড়ন সহ্য করেছেন:

পূর্ববর্তীদের মধ্যে অনেক মহান ব্যক্তি ছিলেন, যারা শুধু এ উদ্দেশ্যে স্ত্রীর অসদাচরণ ও নিপীড়ন সহ্য করে গিয়েছেন, যাতে তিনি তালাক দিয়ে দিলে অন্য কোনো মুসলমান তাকে বিয়ে করে তার মতো বিপদে না পড়ে।

ইমাম শারানি র. বলেন, কোনো কোনো আল্লাহর অলির ভেতর সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। তথাপি তাকে স্ত্রী,সাথী-সঙ্গী ও অন্যদের দ্বারা কষ্ট দেওয়া হয় পরীক্ষা করার জন্য। তখন তারা এটা সহ্য করে যান তাদের হাত থেকে অন্যদের নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে। কারণ, অন্য কেউ তাকে বিয়ে করলে হয়ত তার নিপীড়ন সহ্য করতে পারবে না। [আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল][১]

এমন আশ্চর্জনক মহান চরিত্রের যারা, প্রকৃত সবরকারী তো তারাই।

নিম্নে আমরা এমন কতিপয় মহান ব্যক্তির আশ্চর্যজনক ঘটনা তুলে ধরছি।

১. ইমাম আবু বকর লিবাদ মালেকি র.:[২]

কাযি ইয়াজ র. তারতিবুল মাদারেক নামক গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন ইদরিস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর বিন লিবাদের একজন রূঢ়ভাষিণী স্ত্রী ছিল, যে তাকে মুখে কষ্ট দিত। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন তার স্ত্রী তাকে এভাবে ডাক দিল, হে ব্যভিচারী, তখন তিনি তার সঙ্গীদের বললেন, তাকে

---

১. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية পৃষ্ঠা নং ২৬৩।

২. পুরো নাম; মুহাম্মাদ বিন ওশশাহ। আফ্রিকার অধিবাসী। মালেকী মাযহাবের বহুত বড় ফকিহ। যুহদ ও তাকওয়া এই পর্যায়ের ছিল যে, মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি দোআ করলে তা কবুল হত। তার সাহচর্যে থেকেই ইমাম ইবনে আবু যায়েদ ফিকহ্ অর্জন করেন। কিতাবুত তাহারাত এবং কিতাবু ইসমাতিল আম্বিয়া নামে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তার আরও কিছু গ্রন্থ রয়েছে। ৩৩৩ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তারতিবুল মাদারিক: ২/২১; মাআলিমুল ঈমান ফি মারিফাতি আহলিল কাইরুআন: ৩/২১। শাযারাতুন নুরীয যাকিয়্যাহ: পৃষ্ঠা নং ৮৪।

জিজ্ঞাসা করো, কার সঙ্গে ব্যভিচার করেছি? তার স্ত্রী বলল, দাসীর সঙ্গে। তিনি বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো, দাসীটি কার? তার স্ত্রী বলল, তার নিজেরই।

তখন তার সঙ্গীরা তাকে বলল, আপনি তাকে তালাক দিয়ে দিন। আমরা তার মোহরসহ অন্যান্য পাওনা আদায় করে দেব।

তিনি বললেন,আমার ভয় হয়, আমি তাকে তালাক দিলে অন্য কোনো মুসলমান তাকে বিয়ে করে বিপদে পড়বে। হয়ত, আল্লাহ তার এই অসদাচরণ সহ্য করার কারণে আমাকে বিরাট কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তারপর তিনি বলেন, আরেকটি বিষয় হলো, আমার শ্বশুর অর্থাৎ তার বাবার দিকে চেয়ে আমি তার সঙ্গে সংসার করে যাচ্ছি। কারণ, আমি অনেকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি আমার কাছে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি আমার প্রতি উত্তম অনুগ্রহ করেছেন। তার মেয়েকে তালাক দিয়ে এখন আমি কি তাকে তার সেই অনুগ্রহের প্রতিদান দেব?

তিনি বলতেন, প্রত্যেক মুমিনেরেই কোনো না পরীক্ষা (আপদ) থাকে। সে আমার পরীক্ষা। (তাকে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে)।

২. শায়খ সালেহ আবদুল্লাহ হাযযাম:[১]

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر. নামক গ্রন্থে আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আল-হাজ সগির ইফরানি শায়খ সালেহ আবদুল্লাহ হাজ্জাম

১. তিনি পর্যাযক্রমে শায়খ আবু হাফস উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। উত্তম আখলাকের অধিকারী, নেককার ও সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। তার অনেক ভক্তানুরাগী ছিল। তারা তার বরকত গ্রহণ করত। তিনি প্রকাশ্য কারামাতের অধিকারী ছিলেন।১০০১ হিজরিতে মরক্কোর যারহুন নামক শহরে মৃত্যুবরণ করেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, ممتع الأسماع ৭০। صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر. পৃষ্ঠা নং ১২৮। طبقات الحضيكى : ২/৪০৫।

সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও মানুষের কষ্টদায়ক আচরণ সহ্যকারী ছিলেন। তার স্ত্রীর আচার-ব্যবহার ছিল জঘন্য। সে তাকে খুব কষ্ট দিত। একদিন কয়েকজন শাগরেদ তার ঘরের ভেতর থেকে বিলাপের আওয়াজ শুনতে পেল। পরে একসময় তারা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তার স্ত্রী তাকে শোয়া দেখে এমন চিৎকার করে বিলাপ করা শুরু করেছিল, যেন তিনি মারা গেছেন। তখন তারা তাকে বলল, আপনি তাকে তালাক দিয়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি যদি এমনটি করি, তাহলে অন্য কোনো মুসলমান তাকে বিয়ে করে বিপদে পড়বে।[১]

তবে পরিশেষে তার স্ত্রীকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, শায়খের এমন উত্তর শুনে ও তার করুণ অবস্থা দেখে তার এক শাগরেদ আবেগতাড়িত হয়ে তার স্ত্রীর জন্য বদ দোআ করে বসল, আল্লাহ যেন খুব দ্রুত তাকে মৃত্যু দান করেন এবং শায়খ যেন তার জানাযায় উপস্থিত না থাকেন। (তার দোআ কবুল হয়ে গিয়েছিল)। একদিন শায়খ কোনো এক প্রয়োজনে বাহিরে গিয়েছিলেন। তখন তার স্ত্রী কূপে পড়ে মারা যায়। শায়খও তার জানাজায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।[২]

সুতরাং কোনো নারী যেন তার স্বামীকে দিনের পর দিন কষ্ট দিয়ে যেতে না থাকে। কারণ, এর করুণ পরিণতি সর্বপ্রথম তাকেই ভোগ করতে হবে।

অনুরূপভাবে কোনো পুরুষও যেন তার স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়। কারণ, একমাত্র ভদ্রলোকেরাই স্ত্রীকে সম্মান দিয়ে থাকে। আর অভদ্র ও ইতর লোকেরা তাদের লাঞ্ছিত করে থাকে।

আর স্ত্রীকে দুর্বল ও ছোটো মনে করার কোনো কারণ নেই। সেও বদ দোআ করলে তার দোআ মেঘ ফুঁড়ে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিখ্যাত

---

১. طبقات الحضيكى : পৃষ্ঠা নং ৭০। صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر ২/৪০৬।

২. طبقات الحضيكى : পৃষ্ঠা নং ৭০। صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر ২/৪০৬।

মহিলা সাহাবি খাওলা বিনতে সালাবার ঘটনা আমরা সবাই জানি। নবিজির দরবারে এসে যার আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুরা মুজাদালার প্রথম আয়াতটি নাযিল করেছিলেন।,

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي

অবশ্যই আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন....।

জালিমের ক্ষেত্রে মজলুমের দুআ আল্লাহ তাআলা কত দ্রুত কবুল করেন!

কোনো পুরুষ যেন নিজেকে নির্দোষ ও ত্রুটিমুক্ত মনে করে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি স্ত্রীর কাঁধে না চাপায় এবং সংসারের সমস্ত সমস্যায় তাকে অভিযুক্ত না করে। আমরা যদি নবি-রাসুলগণকে বাদ দেই, তাহলে আর কে আছে যে সম্পূর্ণ নির্দোষ?

স্ত্রীগণের নিপীড়নের শিকার হওয়া কতিপয় মহান ব্যক্তি

এখানে কিছু মহান ব্যক্তির ঘটনা তুলে ধরা হবে, যারা আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। যেমন নবী-রাসূল, আলেম-উলামা, অলি-আউলিয়া, দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা তাদের কষ্ট দিত। আর তারা তাদের কষ্টের স্বীকার হয়ে ধৈর্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

- **সাইয়েদুনা হযরত নুহ ও হযরত লুত আ.:**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا

আর যারা কুফুরি করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা নুহের স্ত্রী এবং লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তারা দুজন আমার দুই নেক বান্দার তত্ত্বাবধানে ছিল, তখন তারা তাদের সঙ্গে খেয়ানত করেছিল।[১]

১. সুরা তাহরিম, আয়াত নং ১০

ইমাম সুয়ুতি র. দুররুল মানসূর নামক গ্রন্থে বলেন, ইবনে আব্বাস রা. উপরোল্লিখিত আয়াতাংশে فَخَانَتَاهُمَا (তারা দুজন তাদের সঙ্গে খেয়ানত করেছিল)-এর ব্যখ্যায় বলেন, এই খেয়ানত দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, তারা দুজন ব্যভিচার করেছিল। তারা ব্যভিচার করেনি। নুহ আ-এর স্ত্রীর খেয়ানত ছিল, সে মানুষের কাছে তার স্বামীর নামে বলে বেড়াত, সে পাগল।[১] আর লুত আ.-এর স্ত্রীর খেয়ানত ছিল, লুত আ.-এর কাছে কোনো মেহমান এলে, তার স্ত্রী কওমের লোকদের সেটা জানিয়ে দিত। (যাতে তারা এসে সেই মেহমানদের সঙ্গে কু-কর্ম করতে পারে। কারণ লুত আ.-এর কওম সমকামী ছিল। এই ছিল তাদের দুজনের খেয়ানত।[২]

শায়খ আবদুল্লহ বিন সিদ্দিক আল-গামারি র.[৩] বলেন, হযরত নুহ আ.-এর স্ত্রী তাকে পাগল বলে অপবাদ দিত এবং তাকে গালিগালাজ ও কষ্ট দেওয়ার কাজে তার কওমকে সে সাহায্য করত। আর লুত আ.-এর কাছে সুন্দর

---

১. মাজনুন কেন বলতেন?নবিদের বিভিন্ন কার্য সাধারণের কাছে মনে হত অবাস্তব। অথচ তাদের প্রতিশ্রুতি কখনও মিথ্যা হত না। তাদের প্রতিটি কাজের পিছনে থাকত গূঢ় কোন রহস্য। সেটা বুঝতে না পারার কারণে প্রায় সকল নবিকেই জনসাধারণ পাগল বলত। একই ব্যাপার ঘটেছিল নুহ আ.এর ক্ষেত্রে। তিনি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি পেলন যে মহাপ্লাবন আসন্ন তখন উম্মতকেও জানালেন যে তোমরা শিরক ত্যাগ করো ও এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ফিরে এসো। আর বন্যার প্রস্তুতির জন্য নৌকা বানানো শুরু করলেন। অথচ চারদিকে ছিল ধূ ধূ মরুভূমি। বন্যার কোন লেশও ছিল না। ফলে উম্মত বিষয়টি নিয়ে হাসি তামাশা করত। তাঁকে পাগল বলত।

২. আদ-দুররুল মানসুর ফিত তাফসির বিল মাছুর

৩. শায়খ আবদুল্লাহ বিন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সিদ্দিক গামারি হাসানি। মুহাদ্দিস ও উসুলবিদ ছিলেন। ১৩২৮ হিজরি মুতাবেক ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার পিতা, আপন ভাই হাফেজ আহমাদ বিন সিদ্দিক এবং মরক্কো, মিশর ও অন্যান্য দেশের উলামায়ে কেরামের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। ১৪১৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তানজাহ শহরে ইন্তেকাল করেন। নিজের আত্মজীবনীর উপর তিনি سبيل التوفيق في صديقون নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার জীবনীর উপর তার শাগরেদ ডক্টর ফারুক হাম্মাদাহ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম عبد الله بن صديق الغماري الحافظ الناقد

চেহারার অধিকারী মেহমানরা এলে তার স্ত্রী তার কওমের লোকদেরকে তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দিত।

*সাইয়েদুনা ইবরাহিম আ.:

ইমাম ইবন আবিদ দুনিয়া আল-ইয়াল নামক গ্রন্থে জারির থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক লোক উমর রা.-এর কাছে এসে তার স্ত্রীর নিপীড়নের অভিযোগ জানাল। তখন তিনি বললেন, আমি নিজেও সমস্যায় আছি। এমনকি আমি ইস্তেঞ্জা সারতে বাহিরে গেলেও সে বলে, আপনি অমুক মেয়েদের দিকে তাকাতে সেখানে যাচ্ছেন। তখন সেখানে উপস্থিত থাকা ইবনে মাসউদ রা. বললেন, হে আমিরু মুমিনিন, আপনি কি শুনেননি যে, হযরত ইবরাহিম আ. আল্লাহ তাআলার কাছে তার স্ত্রীর রুক্ষ ভাষার অভিযোগ করছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা অহির মাধ্যমে তাকে জানালেন যে, তুমি তার সঙ্গে এভাবেই থাকো যতক্ষণ না দিনের ব্যাপারে তার খারাপ কোনো কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ তাকে পাজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন উমর রা. তার জন্য দোআ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার সীনায় প্রচুর ইলম দান করুন। [১]

*সাইয়েদুনা ইউনুস আ.

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি র. নবীদের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনায় বলেন, বর্ণিত আছে, কিছু লোক পয়গম্বর হযরত ইউনুস আ.-এর গৃহে মেহমান হল। তিনি মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের জন্য যখন ভিতরে আসা-যাওয়া করতেন,তখনেই তার স্ত্রী তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত এবং কটু কথা বলত। কিন্তু তিনি চুপ থাকতেন। মেহমানরা তার এই সহনশীলতা দেখে আশ্চর্য হল। তিনি বললেন, অবাক হবেন না। কেননা, আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আখেরাতে আপনি আমাকে যে শাস্তি দিবেন, তা দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। তখন মহান আল্লাহ বললেন, তোমার শাস্তি অমুকের কন্যা। তাকে বিবাহ করে নাও। তখন আমি তাকে বিবাহ করেছি। আর আপনারা যে তার যে দুর্ব্যবহার দেখলেন, তাতে আমি সবর করছি। [২]

---

১. ইবনু আবিদ দুনিয়া কৃত আল-ইয়াল, পৃষ্ঠা নং ১৬২।
২. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৪২।

***সাইয়েদুনা জাকারিয়া আ.:**

প্রথমদিকে তার স্ত্রী কটুভাষিণী ছিল। সে তাকে কথায় কষ্ট দিত। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে সংশোধন করে দেন।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি বলেন, ইমাম হাকেম ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার বাণি,

وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

আমি তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যা করে দিলাম। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যাকারিয়্যা আ.-এর স্ত্রী অপ্রিয়ভাষিনী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তখন তার জবান সংশোধন করে দেন।

আতা বিন আবি রাবাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাঁর স্ত্রীর আচার-ব্যবহার খারাপ ছিল। অতি কথা বলতেন। নোংরা ভাষা ব্যবহার করতেন। আল্লাহ তাআলা তখন তার জবান সংশোধন করে দিলেন। [১]

***সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:**

আমরা এখানে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি র.-এর বিখ্যাত ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন—এর আলোচনা তুলে ধরছি। তিনি সেখানে বিবাহের আদব অধ্যায়ে লিখেন,

স্মরণ রাখা দরকার, স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণের অর্থ স্ত্রীর পীড়নহীন সদাচরণ করা নয়, বরং অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর পীড়নের জবাবে সদাচরণ করা। স্ত্রী রাগ করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে তার রাগ সহ্য করা। নবিজির স্ত্রীগণও তার সামনে রাগ করতেন এবং তাদের কেউ কেউ সারাদিন তার সঙ্গে কথা বলতেন না।

হযরত উমর রা.-এর স্ত্রী একবার তাঁর কথার উত্তর দিলে তিনি রাগতস্বরে বললেন, হে উদ্ধত, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ। স্ত্রী বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণও তাঁর কথার উত্তর দেন। অথচ

---

১. আদু-দুররুল মানসূর ফিত-তাফসির বিল-মাসুর।

তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তখন উমর রা. বলেন, হাফসা জওয়াব দিয়ে থাকলে সে খুব খারাপ করেছে। তারপর তিনি কন্যা হাফসাকে সম্বোধন করে বললেন, আবু কুহাফার (আবু বকরের) কন্যা হওয়ার লোভ করো না। সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরিণী। তুমি কখনও রাসুলের কথার জবাব দেবে না।

বর্ণিত আছে, পবিত্র স্ত্রীগণের একজন রাসুলুল্লাহ সা.-এর বুকে হাত রেখে তাঁকে ধাক্কা দেন। এ জন্যে তাঁর মা তাকে শাসালে রাসুল সা. তাকে বললেন, ছাড়, তাকে কিছু বলো না। এ বিবিগণ তো এর চেয়ে বড় কাণ্ডও করে। একবার রাসুল সা. ও বিবি আয়েশা রা.-এর মাঝে কিছু কথা কাটাকাটি হলে তারা উভয়েই হযরত আবু বকর রা.-এর কাছে বিচারপ্রার্থী হন। রাসুল সা. আয়েশা রা.-কে বললেন, তুমি আগে বলবে, না আমি বলব। আয়েশা রা. বললেন, আপনি বলুন, তবে সব সত্য সত্য বলবেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রা. কন্যা আয়েশাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বললেন, তুই কী বলছিস,নবিজি কি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে পারেন? তখন আয়েশা রা. রাসুল সা.-এর কাছে আশ্রয় চাইলেন এবং তার পেছনে গিয়ে লুকালেন। তখন রাসূল সা. আবু বকর রা.-কে বললেন, আমরা আপনাকে এ জন্য ডাকিনি এবং আপনি এরূপ করবেন এটাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

একবার কোনো এক কথায় আয়েশা রা. রাগান্বিত হয়ে নবিজিকে বললেন, আপনিই বলেন, আপনি তো নবি। রাসুল সা. মুচকি হেসে তাঁর এহেন আচরণ সহ্য করে নিলেন।

রাসূল সা আয়েশা রা.-কে বলতেন, আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝে নিতে পারি। আয়েশা রা. জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন কসম খেতে গিয়ে বল, মুহাম্মাদ সা.-এর আল্লাহর কসম। আর রাগের সময় বল, ইবরাহিম আ.-এর আল্লাহর কসম। আয়েশা রা. বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেনে। আমি কেবল আপনার নামটি বর্জন করি।

যদি উম্মাহাতুল মুমিনিনগণ পূর্ণ গুণবতী ও বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও সেই মহান রাসুলের সঙ্গে রাগ করতে ও মুখে মুখে উত্তর দিতে পারে, যিনি সৃষ্টির সেরা এবং যার সুমহান চরিত্রের প্রশংসা স্বয়ং রাব্বুল আলামিন তার পবিত্র কালামে করেছেন, তাহলে ওই ব্যক্তির কী অবস্থা হবে, যে বিয়ের জন্য এমন পাত্রী খুঁজছে, যার আখলাক ও চরিত্র হতে হবে চিরস্থায়ী নায-নেয়ামতের জান্নাতের মুক্তার তৈরী তাঁবুতে থাকা হুরদের মতো? (সে কী কোনোদিন বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজে পাবে?)

একটি মজার ঘটনা:

এখন আমি আপনাদের একটি মজার ঘটনা শোনাব, ঘটনাটি আমি কয়েক বছর আগে পড়েছিলাম, এক লোক তার বিবাহের পাত্রীকে কেমন হতে হবে, তা নিয়ে এমন অবাস্তব সব কল্পনা করত। ঘটনাটি আমার এমনভাবে স্মরণে গেঁথেছে যে, এখনও মনে আছে। আজও ভুলতে পারিনি। নানান দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি যখন আমাকে ঘিরে ধরে কিংবা যেদিন খুব বিষণ্ণ থাকি সেদিন ঘটনাটি মনে করে আমি খুব হাসি। আনন্দ পাই। ইমাম ইবনুল জাওযি র-এর একটি গ্রন্থ أخبار الحمقى والمغفلين (বোকা ও উদাসীনদের গল্প) নামে। আমি মনে করি সেই গ্রন্থে এই ঘটনাটি লিখে রাখা প্রয়োজন।

ফকিহ শায়খ আবদুল বারি যামযামি মরক্কোর الرّاية[১] নামক পত্রিকায় أَفْضَلُ الجِهَادِ (সর্বোত্তম জিহাদ) শিরোনামে তিনি যে বিশেষ কলাম লিখতেন সেখানে مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا (সম্পূর্ণ নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত, যাতে কোনো দাগ নেই) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।সেই প্রবন্ধে তিনি এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনাটি খুব মজার। তাই এখানে তুলে ধরছি।

মরক্কো থেকেও অনেক দূরের এক দেশ থেকে এক মেহমান এসেছিলেন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে। তার এই সাক্ষাত কোনো ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার

---

১. পত্রিকাটির প্রকাশ কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবন্ধটি পত্রিকায় ১৯৯৫ সালের ২৯-শে আগস্ট রোজ মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছিল। পৃষ্ঠা নং ২। প্রকাশনা সংখ্যা: ১৫৯।

টানে ছিল না। তাছাড়া আমাদের মাঝে পূর্ব কোনো পরিচয়ও ছিল না। তিনি তার বিশেষ এক প্রয়োজনে শ্বেত প্রাসাদে এসেছিলেন। সে কারণে মূলত আমার সঙ্গে তার দেখা করা। ভেতরে ঢুকে বসামাত্রই তিনি তার প্রয়োজনের কথা বলতে শুরু করলেন। পকেট থেকে একটি কাগজ বের করলেন। তারপর সেটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমি বিবাহিত, আমার চারটি সন্তান আছে। কিন্তু এখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাচ্ছি। আমার বয়স ৭৩ বছর। আমি এই এই কাজ করি... বলে তিনি তার অন্যান্য বৃত্তান্তও তুলে ধরলেন। তারপর বলেলেন, আপনাকে যে কাগজটি দিয়েছি, তাতে আমি পাত্রীকে কেমন হতে হবে, তার বিবরণ তুলে ধরেছি।

আমি তখন কাগজটি পড়লাম। শিরোনামে লেখা, পাত্রীর জন্য শর্তাবলি। কাগজটি টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করা। এর আরও অনেকগুলো কপি আছে। মনে হয়, তিনি রাস্তাঘাটে, বাজার-মার্কেটে বিভিন্নজনের কাছে বিলি করে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে এমনটি করেছেন।

পাত্রীর জন্য শর্তাবলি:

১. এতিমা

২. কুমারী

৩. অল্প বয়স্কা

৪. সুন্দরী

৫. রূপবতী, ফর্সা

৬. স্লিম

৭. দীর্ঘ কেশবিশিষ্টা

৮. সালফে-সালেহিনদের (নেককার পূর্ববর্তী যেমন, সাহাবি, তাবেয়ি ও তাবে তাবেয়িনদের) বংশধর।

৯. সতী

১০. দীনদার

১১. সভ্য,ভদ্র,

১২. শিষ্টাচারিনী।

১৩. কষ্টসহিষ্ণু

১৪. ধৈর্যশীলা

১৫. বিনয়ী

১৬. সামাজিক

১৭. মিশুক

১৮. আন্তরিক

১৯. হাস্যোজ্জ্বল

২০. আনন্দিত, উৎফুল্ল

২১. বুদ্ধিমতী

২২. যে সবার প্রতি সন্তুষ্ট,

২৩. বিশেষ করে সতীনের প্রতি।

২৪. এবং সবাই যার প্রতি সন্তুষ্ট

২৫. স্বার্থত্যাগী।

২৬. গৃহকর্তার অনুপস্থিতে পরিবার পরিচালনায় দক্ষ।

২৭. শিক্ষিতা।

এই মোট সাতাশটি শর্ত। এগুলো তার সেই পাত্রীর মাঝে পূর্ণরূপে থাকতে হবে।

আমি তখন লোকটিকে বললাম,আপনি যে শর্তগুলো দিয়েছেন, সেগুলো তো দেখেছি। আপনার শর্তগুলো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বসি ইসরাইলকে গাভী তালাশের জন্য যে শর্তগুলো দিয়েছিলেন, তার চেয়েও কঠিন হয়ে গেছে।

লোকটি তখন আমাকে বনি ইসরাইলরা হযত মুসা আ.-কে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন ঠিক সেই উত্তরটি দিল। وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ (ইনশাআল্লাহ, আমরা অবশ্যই সন্ধান পাব)।

গাভীর বিষয়ে মুসা আ.-এর সঙ্গে বনী ইসরাইলের কথোপকথনটি পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় এভাবে বিধৃত হয়েছে।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا

তারা বলল,আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি আমাদের সুস্পষ্ট বলে দেন, গাভীটি কেমন হবে? গাভীটি তো আমাদের সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই সেটির সন্ধান পাব। মূসা বলল, আল্লাহ বলেন, সেটি এমন গাভী, যা কোনো জমি চাষে ব্যবহৃত হয়নি এবং ক্ষেতেও পানি দেয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ, যাতে কোনো দাগ নেই।[১]

লোকটাকে দেখে নির্বোধ ও পাগল মনে হচ্ছে না। তবে এমন ভাবনা ও কাজ তো কোনো সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের নয। তার কী ধারণা যে, মরক্কোয় গাড়ি ইত্যাদি তৈরির মতো এমন ফ্যাক্টরিও আছে যেখানে নারী তৈরি করা হয়। তাহলে তো তার উচিত এমন কোনো ফ্যাক্টরীতে যাওয়া, যারা তার চাহিদা মোতাবেক বিবাহের পাত্রী তৈরি করে দিতে পারবে।

সে সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ পাত্রী খুঁজছে না, বরং এমন পাত্রী খুঁজছে যার দৃষ্টান্ত নবী ও সাহাবা পত্নীগণের মাঝেও পাওয়া যায় না। এমনকি কবিদের কবিতা ও শিল্পীদের গানেও নয়। অথচ গান ও কবিতায় অবাস্তব ও কাল্পনিক থাকে। সত্যের গায়ে মিথ্যার পোশাক পরানো থাকে। তথাপি কবি ও শিল্পীরা কখনো তাদের কবিতা ও গানে সবদিক থেকে এমন পূর্ণাঙ্গ প্রেয়সী ও প্রেমাষ্পদের কথা বলার দুঃসাহস করেনি।

ফিনজার কুবানী একটি কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটির নাম قارئة الفنجان (চায়ের কাপের পাঠিকা)। আবদুল হালিম হাফিজ এটি গেয়েছেন। সেখানে কবি ফিনজার কুবানী বলেন,
বৎস, তোমার জীবনের শপথ, কী বলব তোমাকে, এমন নারী যার চোখ দুটো সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা। মুখটি আঙুরের থোকা। সে হাসলে গানের সুর

১. সুরা বাকারাহ: ৭০-৭১

হয়ে বাজে। এক যাযাবর উন্মাদ কবি, যে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়, সে তাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায়। তারপর কবি বলেন, বৎস, অচিরেই তুমি সর্বত্র সে নারীর সন্ধান করবে এবং সমুদ্রতরঙ্গ ও নীলকান্তমণিকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে জীবন সফর শেষে তুমি জানতে পারবে, তুমি আসলে এতদিন ধোয়াশার পিছনে ছুটেছো। তোমার কল্পনার প্রেয়সীর বাস্তবে কোনো নাম-ঠিকানা, বাড়ি-ঘর কিছুই নেই। বৎস, ঠিকানাবিহীন কোনো নারীর প্রেমে পড়াটা তোমার জন্য আসলেই খুব কষ্টের। (মূল বই ৪১ নং পৃষ্ঠা)।

উম্মে কুলসুমের গাওয়া 'আতফাল' (শিশুরা) কবিতায় কবি বলেন, আমার চোখের সামনে সে প্রিয় কোথায়, যার মাঝে জাদুময়তা রয়েছে, রয়েছে মর্যাদা, গৌরব ও লজ্জা। যে দৃঢ় পদেক্ষেপে রাজা-বাদশাহদের মতো হেঁটে যায়। যার সারা দেহ থেকে সৌন্দর্য চুইয়ে পড়ে। মিষ্টি ভোরের মতো যে সুবাস ছড়ায়। সাঁঝের স্বপ্নগুলোর মতো যার একহাড়া গড়ন।

আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা এই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত কেবল সেই ব্যক্তির মতো, যে গাধা বিক্রেতার কাছে গিয়ে বলল, আমার একটি শক্তিশালি, সহিষ্ণু ও বাধ্যগত গাধা চাই, যে অল্প খাবারে সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু অনেক বেশি বোঝা বহন করবে এবং আমাকে পিঠে নিয়ে মাইলের পর মাইল পথ চলবে। দীর্ঘ পথ চলাতেও যে ক্লান্ত হবে না। আমি তাকে কিছু দিলে শোকর আদায় করবে। না দিলে সবর করবে। দাঁড় করিয়ে রাখলে দাঁড়িয়ে থাকবে। আদেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে পালন করবে। নিষেধ করলে বিরত থাকবে। তখন বিক্রেতা বলল, এখন আপনি বাড়ি চলে যান। আল্লাহ যেদিন কাযি সাহেবকে গাধায় পরিণত করবেন, সেদিন আইসেন। আমি আপনার কাছে তেমন একটি গাধা বিক্রি করতে পারব।[১]

---

১. ঘটনাটি ইমাম ইবনুল জাওযি র. أخبار الظراف و المبماجنين গ্রন্থের ১২৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আবু আবদিল্লাহ ইবনুল আরাবী বলেন,আমি কুফায় ছিলাম।এক অন্ধ লোককে দেখলাম নাখখাসের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, হে নাখখাস, আমাকে এমন একটি গাধা খুঁজে দাও, যা বয়স্ক নয়। আবার একেবারে অল্পবয়স্কও নয়। রাস্তা ফাঁকা থাকলে যে দ্রুত চলে।আর ভীড় থাকলে ধীরে। আমাকে নিয়ে যে অন্য বাহনের সঙ্গে যে ধাক্কা খাবে না এবং আমাকে মেরে ফেলবে না। আমি তার =

এটি এক ধরনের ধোকা, আত্মপ্রবঞ্চনা। অনেক নারী-পুরুষ এতে আক্রান্ত। তাদের কারও কারও বিশ্বাস, তার লাইফ পার্টনারকে বনী আদমকে যে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মাটি নয়, ভিন্ন কোনো মাটির সৃষ্টি হতে হবে। এমন হতে হবে, যাকে শুধু তার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার গায়ে সিল মারা থাকবে যে, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এভাবে তার কাঙ্খিত পাত্র বা পাত্রী খুঁজতে খুঁজতে তার বয়স ফুরিয়ে যায়। জীবন কেটে যায়, (তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে পানির দিতে দু হাত বাড়িয়ে আশা করে তা আপনা আপনিই তার মুখে পৌঁছে যাবে। অথচ তা কখনও নিজে নিজে তার মুখে পৌছতে পারে না।)[১]

তার এই ঘোর সহজে কাটে না। যখন কাটে তখন তার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, চুল সব সাদা হয়ে গেছে, বয়সের ভাড়ে সে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আর এই বয়সে বিয়ে?! কেবলই দূরাশা।

তখন তার বাকি জীবন একরকম নিঃসঙ্গ কাটে। সে কোনো পরিবারে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে না। কেউ তার সঙ্গে মিশে না। (নিশ্চয় এতে এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার অন্তর আছে, কিংবা যে মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করে।)

বিবাহ করতে ইচ্ছুক যে কারও জন্য-চাই সে পুরুষ হোক কিংবা নারী- এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে উত্তম আখলাক ও দীনদারি দেখে বিয়ে করবে। একটি সুন্দর পরিবার ও বরকতময় সুখী জীবন গড়ে তোলার জন্য এই দুটি গুণই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন। (নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে সম্মানীত ব্যক্তি তারা যারা সবচেয়ে পরহেযগার)।[২]

এবার আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসি। আমরা মহান ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যারা ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন।

= আহার কমিয়ে দিলে সবর করবে, বাড়িয়ে দিলে শোকর আদায় করবে। আমি তার উপর চড়লে সে দ্রুত ছুটবে। আর অন্য কেউ চড়লে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন নাখখাস তাকে বলল, হে আবদুল্লাহ, কাযি সাহেব যদি কোনোদিন গাধায় পরিণত হন, তাহলে তোমার চাওয়া পূরণ হবে।

১. সূরা রাদ:১৪

২. সূরা হুজুরাত:১৩

* আমিরুল মুমিনিন সাইয়েদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.:

আবু লাইস সমরকন্দি র. তাম্বিহুল গাফেলিন নামক গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর কাছে তার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে এল। সে যখন উমর রা-এর. বাড়ির দরজার কাছে এল, তখন তার স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে তার সঙ্গে জোর গলায় কথা বলতে শুনল। লোকটি মনে মনে বলল, আমি যার কাছে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে এসেছি, সে নিজেও দেখি আমার মতো সমস্যায় আছে। সে ফিরে যেতে উদ্যত হল। উমর রা. তাকে পেছন থেকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছিলে? সে বলল, আমি আপনার কাছে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু এসে আপনার স্ত্রীকে যা বলতে শুনলাম...। উমর রা. বললেন, আমার উপর তার কিছু হক রয়েছে। তাই আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। প্রথমত সে আমার জন্য আমার এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায়। দ্বিতীয়ত, আমি যখন বাড়ির বাহিরে থাকি তখন সে আমার ধন-সম্পদের হেফাজত করে। তৃতীয়ত, সে আমার কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেয়। চতুর্থত, আমার সন্তানগুলোর দেখভাল করে। পঞ্চমত, সে আমাকে রান্না করে খাওয়ায়। তখন লোকটি বলল, আপনার স্ত্রীর মতোই তো আমার স্ত্রী। যেহেতু আপনি তার ভুল-ক্রুটি ক্ষমা করের দেন। তাহলে আমিও ক্ষমা করে দিব।[১]

ইমাম আবদুল রাজ্জাক সানআনি 'মুসান্নাফ' নামক গ্রন্থে ইবনে উয়াইনার সূত্রে বলেন যে, জাবের বিন আবদুল্লাহ উমর রা.-এর কাছে এসে তার স্ত্রীদের ব্যাপারে অভিযোগ জানাল। তখন উমর রা. বললেন, আমারও একই অবস্থা। এমনকি আমি জরুরত সারতে বাহিরে গেলেও আমার স্ত্রী বলে, আপনি অমুকের মেয়েদের কাছে যাচ্ছেন তাদের দেখার জন্য। তখন সেখানে উপস্থিত থাকা ইবনে মাসউদ রা. বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি কি শুনেন নি যে, হযরত ইবরাহিম আ. আল্লাহ তাআলার কাছে তার স্ত্রীর সারার দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছিলেন। তখন তাকে বলা

---

১. তাম্বিহুল গাফেলিন, পৃষ্ঠা নং ১৭১। স্বামীর উপর স্ত্রীর হক।

হলো, তাকে পাজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং তার সঙ্গে তুমি এভাবেই থাকো যতক্ষণ না দীনের ব্যাপারে তার কোনো বিচ্যুতি তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। তখন উমর রা. তার জন্য দোআ করে বললেন, আল্লাহ তোমার সীনায় প্রচুর ইলম দান করুন।[১]

এই ঘটনাটি বিখ্যাত বুযুর্গ,মুফাসসির ইমাম আহমাদ বিন আযিবাও তার 'ফাহরাসতা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ইবনে হাবিব সুফিয়ানের সূত্রে উল্লেখ করেন যে, জারির বিন আবদুল্লাহ উমর রা.-এর কাছে তার স্ত্রীদের আত্ম মর্যাদা সমস্যার ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, আমিও একই সমস্যায় আছি। আমি প্রয়োজনে বাহিরে বের হলে আমার স্ত্রী বলে, অমুক গোত্রের মেয়েদের দেখতে আপনি বাইরে যাচ্ছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাকে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কি শুনেননি, হযরত ইবরাহিম আ. আল্লাহর কাছে তার স্ত্রী সারার অসদাচরণের ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাকে জানালেন যে, তুমি তার সঙ্গে এভাবেই থাকো যতক্ষণ না দীনের ব্যাপারে তার কোনো বিচ্যুতি তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর ইবনে হাবিব বলেন, আমার কাছে পৌঁছেছে যে, আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, স্ত্রীর অসদাচরণে যে ধৈর্যধারণ করে, তার আমলনামায় প্রতিটি দিন-রাতের বিনিময়ে একজন শহীদের সওয়াব লেখা হয়।[২]

*শাইখ শাকীক বালখী র.:

মহান বুযুর্গ শায়খ আল্লামা আবদুল গনি নাবুলসি র.[৩] শারহুত তারিকাতিল মুহাম্মাদিয়্যা নামক গ্রন্থে বলেন, জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সবর করতেন। এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা

---

১. আল-মুসান্নিফ: ৭/৩০৩।

২. ফাহরাসতাহ: পৃষ্ঠা নং ৮২।

৩. বহুত বড় ইমাম ও বুজুর্গ ছিলেন। হাদিস, ফেকাহ,তাসাউফ ও অন্যান্য বিষয়ে তার রচিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ১১৪৩ হিজরিতে দেমাশক শহরে ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে জামিউ কারামাতিল আউলিয়া নামক গ্রন্থে: ২/১৮১। আমি নিজেও তার জীবনীর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছি।

হয়, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিলে হয়ত এমন কেউ তাকে বিয়ে করবে, যে তার নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে উল্টো তাকে নিপীড়ন করবে।

শাকিক বালখি র[১] সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার স্ত্রী খুব মন্দ আখলাকের ছিল। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে আপনাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে, আপনি কেন তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন না? তখন তিনি বললেন, সে মন্দ হলেও আমি তো ভালো। তাকে ছেড়ে দিলে আমি একাকী সবর করে যেতে পারব।[২] কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, তার মন্দ আখলাকের কারণে অন্য কেউ হয়ত তাকে ধরে রাখবে না।[৩]

স্ত্রীর নিপীড়ন সহ্যের সীমা

শায়খ আবদুল গনি র. তার গ্রন্থে পূর্বোক্ত ঘটনাটি বর্ণনার পর স্ত্রীর অত্যাচার সহ্যের সীমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এর অবশ্যই একটি সীমা আছে, যখন স্বামী তালাকের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীর নিপীড়ন সে ততক্ষণ সহ্য করবে যতক্ষণ সে এই আশঙ্কা না করবে যে, তার স্ত্রী তাকে হত্যা করবে। কিংবা তার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার মতো পাশবিক আচরণ করবে। তখন নিজের আত্মরক্ষার্থে সে অবশ্যই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিবে। বিশেষ করে যদি সে দুর্বল হয়। স্ত্রীর অনিষ্ট থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে পারে না এবং তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তার না থাকে। সম্প্রতি দেমাশকে আমাদের বাড়ির নিকটেই এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। এক নারী

---

১. খোরাসানের শীর্ষস্থানীয় শায়খ। তিনি ইবরাহিম বিন আদহামের সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তার তরিকা গ্রহন করেছেন। হাতেম আসাম তার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ১৯৪ হিজরিতে কোলান যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে: সিফাতুস সাফওয়া: ১/৩৩৮, ক্রমিক নং ৭০৩। তাবাকাতুল কুবরা: ১/১৩৯, ক্রমিক নং ১৪৭। আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ: ১/২৮৮। ক্রমিক নং ১১৩।

২. সাইয়েদ আলি যাদাহর শারহু শিরআতিল ইসলাম নামক গ্রন্থে কথাটি এভাবে আছে, সে খারাপ হলেও আমি তো ভাল, তাকে ছেড়ে দিলে আমিও তো তার মতো খারাপ হয়ে গেলাম।

৩. শারহুত তারিকাতিল মুহাম্মাদিয়্যা: ২/৫৫৪।সাইয়েদ আলি যাদাহর শারহু শিরআতিল ইসলাম: পৃষ্ঠা নং ৪৬৮।

তার স্বামীকে জবাই করে হত্যা করেছে। অথচ সেই স্বামীর ঘরেই তার ছোটো ছোটো সন্তান রয়েছে। সন্তানরা এখন মায়ের কাছে বাবার কেসাসের (হত্যার বদলার) হকদার। স্ত্রী হত্যার কথা স্বীকার করলে তাকে কিছুকাল বন্দি করা হয়। পরবর্তিতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হয়নি। [মূল বই ৪৬ নং পৃষ্ঠা]

আরেক নারী তার স্বামীকে হত্যা করতে চাইলে, স্বামী তাকে প্রহার করে। তখন আর সে তাকে হত্যা করতে পারেনি।

অপর এক নারীর ঘটনা, তার স্বামী অন্য আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করায় সে তার পুরুষাঙ্গ কেটে দিতে চাইল। সে বিছানার নিচে ছুরি এনে রাখল। স্বামী বিষয়টি জেনে যাওয়ায় তার পক্ষে আর তা করা সম্ভব হয়নি।

একবার এই অধম বান্দার এক স্ত্রীও জঘন্য কিছু একটা ঘটাতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে রক্ষা করেন। পরে তার সঙ্গে আমার তালাক হয়ে যায়।

মোটকথা, স্বামীর ইজ্জত-আবরু, জান-মাল সবকিছুর নিরাপত্তাই তার স্ত্রীর হাতে। সে যদি জানতে পারে, তার স্ত্রী তার কোনো মারাত্মক ক্ষতি করবে, তাহলে সে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলবে। আর নিপীড়ন ও অনিষ্টসাধন যদি এমন জঘন্য না হয়, তাহলে উত্তম হলো সবর করা, সহিষ্ণু হওয়া এবং সদাচরণের মাধ্যমে তার সঙ্গে বসবাস করা। অসদাচরণ থেকে তাকে ফেরানোর জন্য তার সঙ্গে নম্রতা অবলম্বন করা। কঠোরতা না করা।[১]

এটি একজন বড় ইমাম ও মহান বুযুর্গের পক্ষ থেকে খুবই সুন্দর, গুরুত্বপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ মতামত। সেই স্বামীর তো জীবন বলতে কিছু নেই যে নিজের জানের ব্যাপারে তার স্ত্রীকে ভয় করে। তদ্রূপ সেই স্ত্রীরও জীবন বলতে কিছু নেই যে নিজের জানের ব্যাপারে তার স্বামীকে হুমকিস্বরূপ মনে করে। এছাড়া অন্যান্য অসদাচরণের ক্ষেত্রে সবর করাটাই উত্তম।

---

১. الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية পৃষ্ঠা নং ৫৫৪-৫৫৫।

একটি ব্যতিক্রম চিঠি

এখানে একটি মজাদার চিঠির বিষয় তুলে ধরছি, এটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, স্ত্রীর শত অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও পূর্ববতীরা কীভাবে ডিভোর্সকে এড়িয়ে চলতেন। যতক্ষণ না স্ত্রীর দ্বারা প্রাণনাশের আশঙ্কা তৈরি হত। চিঠিটি উযির তাইয়েব বিন ইয়ামানি[১] ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ বানিসের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। তারিখ ছিল ২৮ শে জিলকদ,১২৭৫ হিজরি মোতাবেক ১৯ শে জুন ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ। চিঠিতে তিনি বলেন,

আমার প্রিয় মুহাম্মাদ বিন মাদানি বেনিস, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন এবং আপনার প্রতি রহম করুন। ফকিহ সাইয়েদ আরবি বিন মুখতারের একটি চিঠি আপনার কাছে পৌঁছবে। পরকথা,

জনাব হাজ্জ আরবি বানিস এখানে এসে রক্ষিতা গ্রহণ করেছে। আমার আশঙ্কা তার স্ত্রী যদি জানতে পারে যে, তিনি এখানে রক্ষিতা নিয়ে আমোদ-ফূর্তি করছেন,তাহলে তাকে জবাই করে ফেলবে। তাই আমি চাই আপনি তার থেকে কথাটি গোপন রাখবেন। অর্থাৎ রক্ষিতা রাখার বিষয়টি। কথাটি আপনি শুধু আপনার প্রতিবেশী,তার প্রতিবেশী ও আপনার চাচাত ভাইদের বলতে পারেন। কারণ তারা বিষয়টি গোপন রাখবে, যাতে তাৎক্ষণিক তার স্ত্রীর কাছে সংবাদটি না পৌঁছে। আর যদি সে শুনে ফেলে তাহলে তার কাছ থেকে তার স্বামীর জানের ব্যাপারে যামানত নিয়ে রাখবে। কারণ ফাস অঞ্চলের নারীরা অন্যান্য অঞ্চলের নারীদের চেয়ে বেশি খতরনাক হয়। আপনার ব্যাপারে আমার একটাই আশঙ্কা আপনি হয়ত কথাটি গোপন রাখতে পারবেন না। স্বাধীন নারী অবশ্য এর ব্যতিক্রম কিন্তু সে যখন নারীদেরকে দেখবে তারা তার স্বামীকে জবাই করছে। তখন সেও সাহস পেয়ে যাবে। তবে তারা স্বামীকে জবাই করার মতো এতটা দুঃসাহস করতে পারে না। বেশি থেকে বেশি কামড় দিবে,খামচি দিবে। আর এটা তেমন কিছু না। দোআ করি, সে যেন তোমাকে শুধু প্রহার করে কিংবা ধমক-টমক দেয়।

---

১. আল্লামা উযির কাতেব আবু মুহাম্মাদ তাইয়েব বিন ইয়ামানি বিন আবিল ইশরিন আনসারি খাযরাযি। ইলম অর্জন করেন। পরবর্তীতে বিশাল মর্যাদার অধিকারী হোন। সুলতান মাগরিবি আব্দুর রহমান বিন হিশাম তাকে নিজের সন্তানদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে তিনি উযির হয়ে যান। ১৪ই শাবান ১২৮৬ হিজরি মুতাবেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি মরক্কোতে ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী রয়েছে:

কারণ খামচি বা কামড় দিলে দেখা যাবে তোমার শরীরে দাগ পড়ে যাবে। আর মানুষ তখন সেই দাগ দেখতে পাবে। আমার ভালোবাসা ও সালাম নিও।'

আপনি আশ্চর্য হবেন, দেখুন কীভাবে পুরো চিঠিতে তিনি একটিবারের জন্যও তালাক শব্দটি উচ্চারণ করেননি। কিংবা তালাকের অর্থ প্রকাশ করে এ জাতীয় অন্য কোনো শব্দও ব্যবহার করেননি। অথচ লোকটি তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে অনেক মারাত্মক হুমকির মুখে ছিল। পুরো চিঠিতে তিনি শুধু গোপন রাখার নির্দেশ, স্ত্রীর কাছ থেকে তার জানের নিরাপত্তা গ্রহণ ও স্ত্রীর শারীরিক নির্যাতন-নিপীড়ন ও হুমকি-ধমকি ইত্যাদির বিপরীতে সবর করতে বলেছেন।

*ইবনে আবি যায়েদ কাইরুওয়ানি র.:[১]

ইমাম আবু বকর বিন আরাবী মাআরিফী র. 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন যে, আবু বকর বিন আব্দুর রহমান বলেন, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবু যায়েদ ইলম ও দীনের ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রীর আচার-ব্যবহার ছিল মন্দ। সে তার হক ঠিক মতো আদায় করতো না। শায়খকে সে মুখে কষ্ট দিত। তার এহেন অসদাচরণ ও নিপীড়নে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। এ কারণে তাকে ভর্ৎসনা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে শারীরিক সুস্থতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অধীনস্থদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নেয়ামত দান করেছেন। এই নারীকে হয়ত আমার গুনাহর শাস্তিস্বরূপ আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আমার আশঙ্কা আমি তাকে পৃথক করে দিলে হয়ত আমার উপর এর চেয়ে ভীষণ কোনো শাস্তি নেমে আসবে।[২]

---

১. পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আবু যায়দ আল-কাইরুআনি। সে যুগে তিনি মালেকি মাযহাবের ইমাম এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মালেকি মাযহাব সংকলন করেছেন এবং ইমাম মালেক র.-এর বক্তব্যগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাকে মালিকুস সাগির (ছোটো ইমাম মালেক) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। ফিকহে মালেকির উপর রচিত বিখ্যাত আর-রিসালাহ গ্রন্থের লেখক তিনি। অত্যন্ত পরহেযগার মুত্তাকি বুযুর্গ ছিলেন। ৩৮৬ হিজরিতে কাইরুআন শহরে ইন্তেকাল করেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে তারতিবুল মাদারিক: ২/১৪১; মাআলিমুল ঈমান ফি মারিফাতি আহলিল কাইরুআন: ৩/৩১১; শাযারাতুন নুরিয যাকিয়্যাহ:৯৬।

২. আহকামুল কুরআন: ১/৪৬৮। ইমাম কুরতুবি কৃত আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৯৮।

*বিখ্যাত বুজুর্গ মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি হাতেমি র.:[১]

ইমাম মুকরি *নাফহুত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব* গ্রন্থে বলেন যে, আমি ঘুমের মাঝে দীর্ঘ এক স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে এক ফকিহকে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞসা করলেন, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কী অবস্থা?

আমি বললাম,

إذا رأت أهل بيتي الكيس مُمْتَلئا   تبسَّمَت وانثنت مني تُمازِحُنِيْ

وَإن رأت خلـــــيًا من دراهمه   تجهَّمَتْ و انْثَنَتْ عني تُقَابِحُني

---

১. ৫৬০ হিজরিতে তিনি স্পেনের মারসিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ বিন খালাফ ও অন্যদের নিকট সাত কেরাত অনুসারে কুরআন হেফজ করেন। আবদুল আশবিলি, ইবনে বিশকাওয়াল ও অন্যদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেযে বিখ্যাত হচ্ছে *ফুতুহাতে মাক্কিয়্যাহ* । ৬৩৬ হিজরিতে দেমাশকে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২৩/৪৮। ইমাম শারানির তাবাকাতুল কুবরা: ১/১৮৮। জামিউ কারামাতিল আউলিয়া: ১/১৮০। আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ: ২/২২১। আল-ইলাম বিমান হাল্লা মারাকিশ..: ৪/২০৯ এবং المطرب بن * পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন আবু যায়দ আল-কাইরুআনী। সে যুগে তিনি মালেকী মাযহাবের ইমাম এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মালেকী মাযহাব সংকলন করেছেন এবং ইমাম মালেক র-এর বক্তব্যগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাকে মালিকুস সাগীর (ছোটো ইমাম মালেক) উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তার একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। ফিকহে মালেকীর উপর রচিত বিখ্যাত আর-রিসালাহ গ্রন্থের লেখক তিনি। অত্যন্ত পরহেযগার মুত্তাকি বুযুর্গ ছিলেন। ৩৮৬ হিজরিতে কাইরুআন শহরে ইন্তেকাল করেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে তারতিবুল মাদারিক: ২/১৪১; মাআলিমুল ঈমান ফি মারিফাতি আহলিল কাইরুআন: ৩/৩১১; শাযারাতুন নুরিয যাকিয়্যাহ:৯৬।

* আহকামুল কুরআন: ১/৪৬৮। ইমাম কুরতুবি কৃত আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন: ৫/৯৮।

১. ৫৬০ হিজরিতে তিনি স্পেনের মারসিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ বিন খালাফ ও অন্যদের নিকট সাত কেরাত অনুসারে কোরান হেফজ করেন। আবদুল আশবিলী, ইবনে বিশকাওয়াল ও অন্যদের থেকে হাদিস গ্রহণ করেন। তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেযে বিখ্যাত হচ্ছে *ফুতুহাতে* المغرب شاهير أولياء: ১/১১৫।

আমার স্ত্রী যখন আমার কাছে থলে ভরা মুদ্রা দেখে, তখন মৃদু হেসে কাছে এসে আমার সঙ্গে রসিকতা করে।

আর যখন মুদ্রার থলি খালি দেখে, তখন ভ্রুকুটি করে এবং আমাকে ভর্ৎসনা করতে করতে দূরে চলে যায়।

তখন ফকিহ বললেন, ঠিক বলেছ। আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা তোমার মতো।[১]

জাহেলি যুগের কবি আলকামাহ বিন আবাদাহ তার এক কবিতায় অনুরূপ কথাই বলেছেন,

فإن تسألوني بالنســاء فإنــني خبير بأدواء النساء طبيب
إذا شابَ رأسُ المرء أو قلَّ مالُه فليس له من وُدِّهِنَّ نَصِيْبُ

নারীদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো। কারণ আমি অভিজ্ঞ। তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান আমার কাছে আছে।

পুরুষের মাথার চুল সাদা হয়ে গেলে, কিংবা তার সম্পদ কমে গেলে নারীর মনে তার জন্য ভালোবাসা বলে কিছু থাকে না।

*আল্লামা কাযি ইয়ায র.:

২০১২ সালের ১০ই মার্চ শনিবার সকালে আমি আমার বন্ধু শায়খ আল্লামা মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ আস-সিকলির[২] সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে যাই।

---

১. নাফহুত তীব: ২/১৬৭।

২. শায়খ আল্লামা খতিব অধ্যাপক লেকচারার সাহিত্যিক মুহাম্মাদ বিন হাম্মাদ সিকলি। কারাউনের আলেম। ১৯৩০ সালে ফাস শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কোরান হেফজ করেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের মূল গ্রন্থাদি মুখস্ত করেন। কারাউন শহরে মাধ্যমিকে পড়ার সময় তিনি তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। প্যারিস সফর করেন। সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। ধর্মীয় সচেতনতা বৃদ্ধি, মানুষকে শিক্ষাদান ও আলোকিত করার ক্ষেত্রে তার অনেক অবদান রয়েছে। তার কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, الدين ، والنبوة و حاجة البشر إليهما قصيدة سعادة الإنسان بمولد سيد الأكوان । এ ছাড়া আরও অন্যান্য গ্রন্থ।

ফাস শহরে ছিল তার বাড়ি। কথা বলার একপর্যায়ে সে আমাকে আমার গবেষণাকর্ম কতদূর এগোলো সে প্রসঙ্গে জানতে চাইলো। আমি তখন তাকে আমার কয়েকটি গ্রন্থের নাম বললাম। সে যখন এই গ্রন্থটির নাম শুনলো, তখন তার চেহারায় হাসির ঝলক দেখা গেল। আমি তখন তাকে এর বিষয়বস্তু এবং এটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে শুরু করলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কাযি ইয়াযের ঘটনাটি কি তুমি উল্লেখ করেছো?

আমি বললাম, না। কোন ঘটনা? তার কাছ থেকে ঘটনাটি শোনার আগ্রহে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন তিনি আমাকে বললেন, আল্লামা কাযি ইয়ায তার এক ফকিহ বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখলেন, তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটার অনুলিপি তার সম্পন্ন। কাযি ইয়াজ গ্রন্থটি দেখে খুব মুগ্ধ হলেন। তিনি তার কাছে সেটি পড়ার জন্য ধার চাইলেন। তার বন্ধু বলল, (আমার হাতে লেখা গ্রন্থটির) এই একটি মাত্র কপিই আছে। হারিয়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে। কাযি ইয়াজ তখন তাকে কপিটি হেফাজত করে রাখার এবং পরদিন ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি বইটি নিয়ে বাড়ি এলেন। সারারাত জেগে বইটি পড়লেন। তিনি বলেন, তার স্ত্রী তাকে তার কাছে যাওয়ার জন্য ডাকছিল। কিন্তু পড়ায় মগ্ন থাকায় তিনি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছিলেন না। ফজরের আযান হলে তিনি নামাজের জন্য মসজিদে গেলেন। নামাজের পর তিনি মসজিদে ছাত্রদের ক্লাস নেন। দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ঘরে ফিরলেন। ঘরে প্রবেশের সময় কিসের যেন একটা গন্ধ পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, খাবার কী রান্না করেছো? সে উত্তর দিল, দাঁড়াও; এখনই দেখতে পাবে। দস্তরখানে যখন প্লেট এনে রাখল, তখন তিনি দেখলেন যে, বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা সেই মূল্যবান গ্রন্থের একমাত্র কপিটি পোড়া অবস্থায় প্লেটে রাখা। গত রাতে তার স্ত্রী যখন ডাকছিল, তখন তিনি যে সাড়া দেননি, সে কারণে সে রাগে ক্ষোভে গ্রন্থটি পুড়িয়ে ফেলেছে। দেখে তো তিনি একেবারে হতভম্ব। পেরেশান। এখন উপায়? বন্ধুকে তিনি কী জবাব দেবেন? দ্রুত উঠে গিয়ে কাগজ-কলম নিলেন। গতরাতে গ্রন্থটি পড়ার পর স্মৃতিতে যা সংরক্ষিত আছে, তার উপর

নির্ভর করে লিখতে লাগলেন। লেখা শেষ করে কাগজগুলো নিয়ে বন্ধুর কাছে গেলেন এবং বললেন, দেখো তো কোনো কিছু বাদ পড়েছে কি না? তিনি ভালোভাবে পড়ে বললেন, না। কোনো কিছু বাদ পড়েনি। সব একেবারে হুবহু এসে গেছে।

ঘটনাটি শুনে আমি যারপরনাই বিস্মিত হলাম। এ ঘটনাটি আমি কোনো কিতাবে পড়িনি এবং কারও মুখ থেকেও শুনি নি। অথচ কাযি ইয়াযের জীবনীর উপর আমার বহু গ্রন্থ পড়া আছে। চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এই ঘটনা কোথায় পেলে? আমার আশা ছিল, তিনি তথ্যসূত্র বললে আমি তা সহ ঘটনাটি আমার এই রেসালায় সংযুক্ত করে দেব।

কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, আমার উস্তাযগণের মুখ থেকে আমি এই ঘটনাটি শুনেছি।

অর্থাৎ এই ঘটনাটি কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা নেই। উস্তাযের মুখ থেখে শুনে শুনে চলে আসা। এমন অসংখ্য ঘটনা ও উদাহরণ রয়েছে, যেগুলো কেবল তারাই জানে যারা শুধু গ্রন্থপাঠে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং বিভিন্ন শায়খের কাছে গিয়ে আদবের সঙ্গে তাদের মজলিসে বসে এবং তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে।

জ্ঞানীদের পাঠমগ্নতা:

এখানে আমরা কাযি ইয়াযের যে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম, তা ইলমের প্রতি তার গভীর অভিনিবেশের প্রমাণ বহন করে। দেহ-মন শুধু তাতেই নিবিষ্ট থাকে। এমন অভিনিবেশ যে, পড়তে বসে স্ত্রী তাকে এত করে ডাকা সত্ত্বেও তার দিকে তাকাতে এবং তাকে গুরুত্ব দিতে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। উলামায়ে কেরামের জ্ঞানমগ্নতার এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা দুয়েকটি ঘটনা মজাদার হওয়ায় উল্লেখ করছি; যাতে এমন জ্ঞানমগ্ন পুরুষদের সঙ্গে যে সকল নারীর বিয়ে হয়েছে তারা সান্ত্বনা লাভ করতে পারে।

বিখ্যাত ইমাম ফকিহ আবদুল্লাহ বিন আবুল কাসেম বিন মাসরুর তাজিবি, যিনি ইবনে হাজ্জাম নামে পরিচিত। মৃত্যু ৩৪৬ হিজরি। কাযি ইয়ায তারতিবুল মাদারিকে তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আবু বকর বিন আবদুর রহমান বলেন, আম সংবাদ পেলাম যে, ইবনে হাজ্জামের পরিবার তার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তার কাছে পাঠালো। রাত হলে তিনি সারা রাত লিখে কাটিয়ে দিলেন। দাসীর দিকে ফিরেও তাকালেন না। এভাবে এক মাস কেটে গেল। দাসীর কাছে ব্যাপারটি খুব অসহনীয় মনে হল। সে ইবনে হাজ্জামকে বললো, আমাকে দিয়ে যদি আপনার কাজই না থাকে, তাহলে আমাকে বিক্রি করে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি কে? সে বলল, আপনার দাসী। তিনি বললেন, আমি কোনো দাসী খরিদ করিনি। যে খরিদ করেছে তার কাছে গিয়ে বলো। সে তোমাকে বিক্রি করে দিবে। তখন সে তাই করল। আর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই কাটিয়ে দিলেন।[১]

শায়খ সালমান আবু গুদ্দাহ তার পিতা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ প্রণীত অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ *ক্বিমাতুয যামান ইনদাল উলামা* (জ্ঞানীদের নিকট সময়ের মূল্য) নামক গ্রন্থে তার সংযোজিত অংশে বলেন, আল্লামা মুহাম্মাদ আহমাদ শাতিবি র. এই গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করন হাতে পাওয়ার পর আমার বাবার কাছে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি বলেন, আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে, ঘটনাটি মুফতি হাবিব আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন ইয়াহইয়া বালাবির। ১২৬৫ হিজরিতে তিনি হাযরামাউতে ইন্তেকাল করেন। মাঝরাতে তিনি বাসর ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীর নিকট কয়েকজন পরিচারিকাকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি শায়খ ইসমাঈল বিন মুকরি আল-ইয়ামানি শাফেয়ির (মৃত্যু ৮৩৭ হিজরি) আল-ইরশাদ নামক গ্রন্থটি হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলেন। এদিকে পরিচারিকারা বের হয়ে গেল। গ্রন্থ পাঠে তিনি এমন মগ্ন হলেন ,যে ফজরে আযান দিয়ে দিল। ওদিকে নববধূ বেচারী সারারাত ধরে বসে আছে। তিনি এতটাই জ্ঞানমগ্ন হয়েছিলেন যে, সারারাত একটি বারের জন্যও তার দিকে তাকানোর কথা তার মনে পড়েনি। কারণ,

১. তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক...: ২/৪৫।

ইলম তো তার কাছে নববধূর চেয়েও বেশি প্রিয় ও গুরত্বপূর্ণ। আল্লামা যামাখশারি র. বড় সুন্দর বলেছেন,

سَهَرِيْ لِتَنْقِيْحِ العُلُوْمِ أَلَذُّ لِيْ   من وصل غـــانِيَةٍ طيب عناق

وأَلَذُّ من نقر الفتـــاة لـدُفِّها   نقري الأُنقِيَ التُّرْبَ عن أوراقي.

কোনো সুন্দরী গায়িকার সঙ্গে মিলিত হওয়া ও তাকে আলিঙ্গন করে ঘ্রাণ নেওয়ার চেয়ে ইলম অন্বেষণে রাত্রিজাগরণ আমার নিকট অধিক উপভোগ্য।

কোনো তরুণীর তবলায় টোকা মারার আওয়াজের চেয়ে কিতাবের পৃষ্ঠা থেকে মাটি সরানোর জন্য আঙুল দিয়ে টোকা মারার আওয়াজ আমার নিকট অধিক উপভোগ্য।[১]

*আল্লামা শায়খ মুখতার মুসি র. মিন আফওয়াহির রিজাল নামক গ্রন্থে বলেন, এখন এই মুহূর্তে আমাদের এবং আমাদের আশপাশের বাড়িগুলোতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল আমি একা জেগে আছি। আমার সামনের মোমবাতিটি সাপের জিহ্বার মতো জিহ্বা নাড়াচ্ছে আর আমাকে একটু একটু করে আলো দিচ্ছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নের এই সময়ে আমি এতটুকু আলোতেই সন্তুষ্ট। এমনকি আনন্দিতও। আমি এই আলোটুকুর শোকর আদায় করছি। এখানে আমি হেলান দিয়ে বসে আছি। আর ওদিকে আমার জীবনসঙ্গিনী তার রাতের নির্ধারিত অংশ তেলাওয়াত করছে। সে আমার ঘুমাতে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে তার দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। সে সেখানেই সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে। আল্লাহর শোকর যে, সে আধুনিক নারীদের মতো নয়। নয় সাহিত্যিক ইবরাহিম আবদুল কাদির মাযিনির স্ত্রীর মতো। নইলে সে সকাল থেকে আমার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই কাগজগুলো টুকরো টুকরো করে ফেলত। আমি এক মনে লিখে যাচ্ছি। লিখতে লিখতে দুটি খাতা শেষ করে ফেলেছি। সারাদিনে আমার স্ত্রী আমার মুখ থেকে দুয়েকটা কথা আর মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসি-ব্যস এতটুকুই সে লাভ করতে পেরেছে। আল্লাহ জানেন যে, কীভাবে আমি

---

১. *কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা* : পৃষ্ঠা নং ১৪৭।
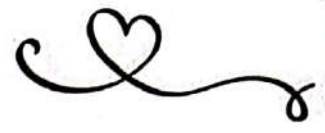
তাকে তা দিব। কারণ আমার দেহ তার সঙ্গে থাকলেও মন পড়ে আছে ওই মরক্কোয় আমার ভাইদের নিকট।[১]

উলামায়ে কেরামের এই যে জ্ঞানমগ্নতা এবং গ্রন্থোদ্যানে তাদের যে আত্মবিনোদন-এর মাঝে জ্ঞান ও মুসলিম উম্মাহর প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থনিবিষ্ট হয়ে তারা যে স্বাদ লাভ করেন তা তাদেরকে স্ত্রীকে সময় দেওয়ার কথা ভুলিয়ে দিত। যার ফলে স্ত্রীর বিভিন্ন প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা অনেক অবহেলা করে ফেলত। এ কারণে অনেক নারী এসব গ্রন্থাদিকে সতীনের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক মনে করে।[২]

তারিখে বাগদাদে খতিব বাগদাদি র. বংশবিদ আল্লামা জুবাইর বিন বাক্কারের (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি) জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে মুসা মারিসতানি

---

১. এই মহিয়সী বিদূষী নারী ১৩৩৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াযিদ তাযরুওয়াতি। তিনি শায়খ আলি ইলগি দারকাবীর প্রখ্যাত শাগরেদ। ১৩৫১ হিজরিতে আল্লামা মুখতার সূসী এই বিদূষীর নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোন। আল্লামা মুখতার তার একটি গ্রন্থে তার স্ত্রীর প্রশংসা এভাবে ব্যক্ত করেন, 'নারীদের সর্দার,ধৈর্যশীলা,সম্ভ্রান্ত,ধার্মিক,বলিষ্ঠা, দিনের ব্যাপারে কঠোর,স্বল্পভাষিণী,জনাবা।' যেমনটি আসসিরাতুয-যাতিয়্যাহ গ্রন্থের ৯২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি পুত্র ও কন্যা সন্তানের জননী ছিলেন। তিনি শুধু তার সন্তানদেরিই জননী নয়, শায়খ মুখতার সূসীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে সকল শিক্ষার্থীরা ছিল, তিনি তাদেরও জননীতুল্য ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ হাতে রান্না করতেন। তাদের দেখভাল করতেন। যত্ন নিতেন। ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের সময় যখন তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তিতে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তখন তিনি ধৈর্য ও অবিচলতার সঙ্গে স্বামীর পাশে ছিলেন। তার দুঃসময়ের সঙ্গিনী ছিলেন। একজন মরোক্কীয় নারীর জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ। ১৪২৬ হিজরির ১৫-ই সফর মোতাবেক ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে মার্চ রোজ শনিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। মরক্কোর সীমান্তে শহীদদের যে কবরস্থান আছে সেখানে তার স্বামীর কবরের অদূরেই তাকে দাফন করা হয় । শায়খ মুখতার সূসী তার জীবনীর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সম্প্রতি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম, উম্মুত তালাবাহ : ইসতিহযারু মাজরায়াতি হায়াতি আরমালাতিল আল্লামাহ রিযাল্লাহ মুহাম্মাদ মুখতার সূসী ।

২. تاريخ بغداد পৃষ্ঠা নং ৯/৪৯১। ইবনুল জাওযির أخبار الظراف والمتماجنين পৃষ্ঠা নং ১৪৭।
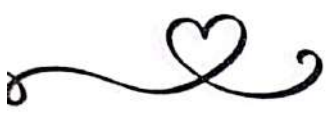
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জুবাইর বিন বাক্কার আমাদের বর্ণনা করে বলেন যে, আমার এক ভাতিজী আমার স্ত্রীকে বলল, আমার মামা তার স্ত্রীর জন্য একজন উত্তম পুরুষ। কোনো সতীন নিয়ে আসেন না। কোনো দাসী খরিদ করেন না। তিনি বলেন, কথা বলার একপর্যায়ে মহিলাটি বলল,.., আল্লাহর কসম এই কিতাবগুলো আমার জন্য তিন সতীনের চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

ইবনুল জাওযির أخبار الظراف والمتماجنين গ্রন্থে রয়েছে, আবুল কাসেম উবাইদুল্লাহ বিন উমর আল-বাক্কাল র. বলেন, আমাদের শায়খ আবু আবদিল্লাহ ইবনুল মুহাররাম বিয়ে করার পর একদিন আমাকে বললেন, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে নিয়ে আসার পর একদিন আমি প্রতিদিনের অভ্যাসমত কিছু লিখতে বসলাম। দোয়াত আমার সামনেই ছিল। তখন আমার শ্বাশুড়ি এসে দোয়াত নিয়ে মাটিতে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন। আমি তাকে এমনটি করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,এগুলো আমার মেয়ের জন্য সতীনের সঙ্গে সংসার করার চেয়েও খারাপ। [১]

***আমির মুবাশশির বিন ফাতেকের স্ত্রীর ঘটনা যিনি তার স্বামীর সমস্ত কিতাব পানিতে ফেলে দিয়েছিলেন।**

উলামায়ে কেরামের প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা এই যে কিতাব নিয়ে ডুবে থাকা, গবেষণা ও অধ্যয়নে মগ্ন থাকা, এটা অনেক সময় ইলমেরই বিপদ ডেকে আনে। সেটা কীভাবে? এই যে গ্রন্থাবলি, যা স্ত্রীদের কাছ থেকে তাদের স্বামীদের অন্তর ছিনিয়ে নিয়েছে, একে অনেক সময় স্ত্রীরা আগুনে পুড়িয়ে দেয়। যেমনটি কাযি ইয়াযের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঘটনায় আমরা জেনেছি। অথবা তারা এগুলো পানিতে ফেলে দেয়ে। যেমনটি আমরা এই ঘটনাটি পড়ে জানব।

আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানী র বলেন,

মিসরে ফাতেমীদের শাসনামলে গ্রন্থ সংগ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন আমির আবুল ওফা মুবাশশির বিন ফাতেক আমাদি। মিশরের শীর্ষস্থানীয় আলেম

---

১. أخبار الظراف والمتماجنين পৃষ্ঠা নং ১৪৭।

এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইবনু আবি আসিবাআ তার জীবনী বর্ণনা করে বলেন, তিনি প্রচুর গ্রন্থ অনুলিপি করে সংগ্রহ করতেন। পূর্ববর্তীদের অনেক গ্রন্থ আমি তার স্বহস্তে লিখিত পেয়েছি।[১] তিনি অসংখ্য গ্রন্থ অনুলিপি করিয়েছেনও। অনেকগুলো এখনও পাওয়া যায়। যেটার মূল জানা যায় না সেটার পৃষ্ঠার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। মিশরের শায়খ সাদিদুদ্দিন মানতিকি আমাকে বলেন, আমির ইবনে ফাতেক জ্ঞানপ্রিয় মানুষ ছিলেন। গ্রন্থের বিশাল সংগ্রহ ছিল তার। বাহন থেকে যখন নামতেন, অধিকাংশ সময় গ্রন্থের সঙ্গেই কাটাতেন। গ্রন্থ পাঠ ও তা অনুলিপি করা তার একমাত্র অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি এটাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতেন। তার এক স্ত্রী ছিল ক্ষমতাশীল পরিবারের। শায়খ ইন্তেকাল করলে সে সঙ্গে কয়েকজন দাসী নিয়ে তার গ্রন্থাগারে গেল। এসব গ্রন্থের প্রতি তার অন্তরে বিদ্বেষ ছিল। এগুলো শায়খকে তার থেকে ফিরিয়ে রাখত। সে তার জন্য তখন বিলাপ শুরু করল। একটু পর কী হল, সে দাসীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রন্থগুলো বাড়ির মাঝখানে থাকা বড় একটি কুঁপে নিয়ে ফেলতে শুরু করল। এভাবে অনেক গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গেছে আর অধিকাংশ ডুবে গেছে। আমরা তার অনুলিপি কৃত যেসব গ্রন্থ পাই, সেগুলোর অধিকাংশের করুণ অবস্থা হওয়ার মূলত কারণ এটি।

*কাসিদায়ে বুরদার রচয়িতা ইমাম বুছিরী র.:[২]

এই কাসিদায় তিনি তার অধিক সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু অভিযোগ করেছেন। স্ত্রী তাকে তার দারিদ্র্য ও বার্ধক্যের কারণে দোষারোপ

১. সে যুগে বর্তমান যুগের মতো তো আর ছাপার যন্ত্র যেমন, ফটোস্ট্যাট মেশিন, প্রিন্টিং প্রেস ইত্যাদি ছিল না। তাই কোনো গ্রন্থের কপি সংগহ করতে হলে একটি কপি দেখে দেখে নিজ হাতে লিখে আরেকটি কপি তৈরি করতে হত। এভাবে সংগ্রহ করতে হত।

২ তিনি মূলত সানহাজা গোত্রের লোক ছিলেন। এটি আফ্রিকার একটি গোত্র। ৬০৮ হিজরিতে মিশরের মালভূমির বনু সুওয়াইফের দিলাস নামে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার হস্তলিপি ছিল সুন্দর। অন্যদের তা শেখাতেন। তার স্বরচিত কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা রয়েছে। যেমন, বুরদাহ, হামাযিয়্যাহ ইত্যাদি। ৬৯৫ হিজরিতে তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে ইন্তেকাল করেন।

করত। তাই তিনি ধনী ও ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে কিছু হাদিয়া-উপঢৌকন পাওয়ার আশায় নিরুপায় হয়ে তাদের প্রশংসা করতেন।

وبلـــيتي عرس بليت بمقـــتها والبعل ممـــقوت بغيـــر قيـــام
جعلت بإفلاسـي و شيبي حجة إذا صرت لا خلفي و لا قدامى
بلغت من الكير العتي و نكسـت في الخلق وهيَ صبية الأرحام
إن زرتها في العام يوما أنتجـت وأتت لستة أشـــهر بغـــــلام
أوهذه الأولاد جـــاءت كلـها من فعل شيخ ليس بالقـــــوام
و أظن أنهم لعظم بلـــيـــتـي حملت بهم لا شـــك في الأحلام
أو كل ما حلمت به حملـت به من لي بأن النـــاس غير نيـــام
يا ليـــتها كانـــت عقـــيما آيسا أو ليـــتني من جملـــة الخـــدام
أو ليتني من قبل تزويجي بـــها لو كنت بعت حـــلالها بحـــرام
أو ليتني بعض الذين عرفتـــهم ممن يحصـــن ديـــنه بغـــلام
كيف الخلاص من البنين ومنهم قوم ورايَ وآخـــرون أمامي
لم يرزق الرزقَ المقيــــم بأهله شكوا عنا بعدي و فقر مقامي
فارقتهم طلبا لرزقـهم فـــــلا صرفي يسرهم ولا استخدامي
من كان مثلــــــى للعيـــال فإنه بعل الأرامل أو أبـــو الأيـــتام
أصبحت من حماي همومهم عاى هرمي كأنـــي حـــامل الأهرام

১. আমার আপদ হল আমার স্ত্রী। আমি তার ঘৃণা বিদ্বেষের শিকার হয়েছি। আর স্বামী যখন কর্মাক্ষম থাকে তখন তাকেও অপছন্দ করা হয়।
২. আমার স্ত্রী আমাকে ঘৃণা করার কারণ হিসেবে আমার দরিদ্রতা ও বার্ধক্যকে দাঁড় করিয়েছে। সে এমন সময় আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ শুরু করেছে যখন আমার সামনে ও পিছনে কেউ নেই।

৩. সে নিজেও থুড়থুড়ে বুড়ি হয়ে গিয়েছে। গঠনগতভাবেও তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে এখন ছোট শিশুর মতোই অক্ষম ও অবুঝ।

৪. অথচ আমি বছরে যদি একবারও তার সঙ্গে মিলিত হই, তাহলে এখনো ছয় মাসের মধ্যে সে আবার সন্তান দানের উপযোগী হবে।

৫. এই সন্তানেরা কি কোন বৃদ্ধ লোকের কর্মফল?এদের কোন অভিভাবক নেই?

৬. আমার মনে হয় আমার এই সন্তানগুলো সে স্বপ্নের মাধ্যমে গর্ভে ধারণ করেছে। এখানে আমার কোন অবদান নেই।

৭. মনে হয় আমার হাড়ের দুর্বলতার কারণে এই সন্তানগুলো সে স্বপ্নে গর্ভে ধারণ করেছে।

৮. হায়! সে যদি বন্ধ্যা ঋতুহীন নারী হতো আর আমি হতাম যদি কোনো সেবক।

৯. তাকে বিবাহের পূর্বে আমি যদি হারামের বিনিময় হালালকে বিক্রি করতাম।

১০. আমি যদি আমার পরিচিতদের মধ্য থেকে এমন কেউ হতাম যারা একজন ক্রীতদাসের বিনিময়ে নিজের দিন রক্ষা করে।

১১. এসব সন্তান সন্ততিদের থেকে মুক্তির উপায় কি?আমার পিছনে কিছু-সন্তান আর সামনেও কিছু।

১২. পরিবারের সঙ্গে অবস্থানকারীকে রিযিক দেওয়া হয়নি। তারা আমার দূরত্ব এবং আমার দারিদ্র্যের অভিযোগ করেছে।

১৩. তাদের জন্য রিজিকের সন্ধান করতেই আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। সুতরাং আমার প্রস্থান ও সেবাকামনা কোনটাই তাদেরকে আনন্দিত করবে না

১৪. পরিবারের জন্য আমার মতো পুরুষ আর কে আছে? কারণ আমি তো বিধবাদের স্বামী এবং এতিমদের পিতা।

১৫. আমার বার্ধক্য নিয়েই তাদের যত দুশ্চিন্তা। নিজেকে এখন বার্ধক্যের বোঝা বহনকারী মনে হয়।

পুরুষের বার্ধক্য নিয়ে কিছু কবিতা

আমার মন্তব্য হল পুরুষের বার্ধক্য মহিলাদের কাছে একটি দোষ।

বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েস বলেন,

أُراهِنُ لا يَحْبَبْنَ من قَلَّ ماله　　ولا من أراد الشَّيْبَ فيه وَ قَوْسًا

আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সম্পদহীন পুরুষকে নারীরা ভালোবাসে না এবং বার্ধক্য এসে যাওয়া ও বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে যাওয়া পুরুষদেরকেও না।

ইমাম আবু আমর বিন আলা[১] তার এক কবিতায় বলেন,

وأَنْكَرَتْنِيْ وَ ما كان الذي نَكِرَتْ　　من الحوادث إلا الشيبَ و الصلعا

সে আমাকে অস্বীকার করেছে। এর কারণ ছিল শুধু আমার বার্ধক্য ও দারিদ্র্য।[২]

তবে পুরুষের বার্ধক্য দারিদ্র্যের অনুগামী একটি দোষ। অর্থাৎ দারিদ্র্য দেখা দিলে বার্ধক্যও দোষ হিসেবে পরিগণিত হয়। আর স্বামী যদি ধনী ও সম্পদশালী হয়, তার যদি ধন ও মান থাকে। তাহলে বয়সের দোষটি ঢাকা পড়ে যায়। বয়স নিয়ে তখন আর আলোচনা হয় না। এটাকে তেমন কোনো দোষ হিসেবে মনে করা হয় না। বরং এটিকে তখন তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা কর হয়।

---

১. কুরআনের যে সাত কেরাত, সেই সাত কেরাতের কারীদের একজন হলেন তিনি। কেরাত, আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তিনি বসরাবাসীদের ইমাম ছিলেন। অনেক তাবেয়ির কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তার কাছ থেকেও অসংখ্য মানুষ ইলম হাসিল করেছে। ১৫৪ হিজরিতে, অন্য মতে ১৫৯ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للسيوطي : ২/২৩১, মুহাম্মাদ বিন হাসান আয-যাবিদির طبقات النحويين واللغويين : পৃষ্ঠা নং ৩৫।

২. بُغْيَةُ الوُعاةِ : ২/২৩১।

ইবনুস সায়ি তার নিসাউল খুলাফা নামক গ্রন্থে বলেন, আবুল ফারাজ আল-আসবাহানি বিদআর[১] ওকিল আরাফা থেকে বর্ণনা করে বলেন,

খলিফা মুতাযিদ যখন খাদেম ওসিফকে সঙ্গে নিয়ে শাম থেকে এলেন, তখন প্রথম দিন দরবারে বসতেই তার কাছে বিদআহ এলো। তিনি বিদআকে বললেন, হে বিদআহ, আমার দাড়ি ও চুলে কীভাবে বার্ধক্য ঝেঁকে বসেছে তুমি কি দেখছ না? তখন সে বলল, আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনি যেন দেখে যেতে পারেন, আপনার ঔরসে পুত্র সন্তান জন্ম নিয়ে যুবক বয়সে উপনীত হয়েছে। এই বার্ধক্যেও আপনাকে চাঁদের চেয়ে সুন্দর লাগছে। বিদআহ তারপর দীর্ঘক্ষণ ভেবে এই পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করল:

ما ضرك الشيب شيئا — بل زدتَ فيه جَمَالاً

قد هذَبِتْكَ اللَّيَــالِيْ — وَزِدْتَ فِيْهِ كَمـــالاً

فَعِشْ لنـــا في سرور — وانعم بعيــشك بالا

تزيـــد في كل يــوم — وليــــــلة إقبالا

في نعمة و ســــرور — ودولــــــة تتعالي

বার্ধক্য আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। বরং তাতে আপনার সৌন্দর্য আরও বেড়েছে

রাতগুলো আপনাকে সুন্দর করে দিয়েছে। আপনি আরও পূর্ণতায় পৌঁছেছেন।

আপনি আনন্দে জীবন-যাপন করুন এবং জীবনকে উপভোগ করুন।

প্রতিদিন প্রতিরাতে আপনি শুধু অগ্রগতি লাভ করছেন।

যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে চলেছে। তেমনি আপনার সাম্রাজ্যও বিস্তৃত হচ্ছে।

---

১. নাম: বিদআহ আল-কাবিরা। খলিফা মামুনের আযাদকৃত কৃতদাসী। সে যুগের সবচেয়ে সুন্দরী নারী। ভালো গান গাইতে ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। ৩০২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে জানতে দেখুন: ইবনুস সায়ির নিসাউল খুলাফা: পৃষ্ঠা নং ৬৩। ইমাম সুয়ুতি র. কৃত المستطرف من أخبار الجواري : পৃষ্ঠা নং ৮।

আরাফাহ বলেন, বাদশাহ তার প্রশংসায় খুশি হয়ে তাকে পুরো এক বছরের উপঢৌকন দিয়ে দিলেন।

আবুল ফারায আরাফাহ থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, খলিফা মুতাযাদ যখন এক যুদ্ধ থেকে ফিরলেন। বিদআহ তখন তার দরবারে প্রবেশ করে বলল, জাঁহাপনা, আল্লাহর শপথ, সফর আপনাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, যে পরিস্থিতিতে ছিলাম, তা বৃদ্ধ করে দেয়। বিদআহ ফিরে যাওয়ার সময় এই কবিতা আবৃত্তি করে গেল:

إن تكن شبت يا مليك البرايا   لأمور عانيتها وخطوب

فلقد زادك المشيب جمالا   والمشيب البادي كمال الأديب

فابق أضعاف ما مضى لك في عز   وملك وخفض عيش وطيب

হে জগতের বাদশাহ, বিভিন্ন বিপদাপদ ও কষ্টের কারণে আপনি যদি বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়ে থাকেন।

(তাহলে জেনে রাখুন) বার্ধক্য আপনার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আর বার্ধক্য প্রকাশ পাওয়া হল সভ্য ব্যক্তির পূর্ণতা।

সুতরাং আপনি অতীতের চেয়ে আরও বেশি ইজ্জত-সম্মান ও ক্ষমতায় থাকুন। আরও অধিক স্বাচ্ছন্দ্যময় সুখী জীবন-যাপন করুন।

খলিফা তখন খুশি হয়ে তাকে পুরস্কৃত করল এবং বিশেষ সম্মানসূচক পোশাক পরিয়ে দিল।[১]

সুতরাং কেউ যখন দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়, তখন এই দারিদ্র্য তার মাঝে আরও দোষ সৃষ্টি করে। নারীদের চোখে তখন তার আরও অন্যান্য দোষ ধরা পড়ে, যা এতদিন ধরা পড়েনি।

---

১. ইবনুস সায়ির নিসাউল খুলাফা: পৃষ্ঠা নং ৬৪-৬৫-৬৬। ইমাম সুয়ুতির المستطرف من أخبار الجواري : পৃষ্ঠা নং ৯-১০।

মরক্কোতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে:

الرجلُ لا يُعَيَّبُه سوي جيبه.

খালি পকেট ছাড়া অন্য কোনো কারণে পুরুষকে দোষারোপ করা হয় না।

*ইমাম আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ র.:[১]

ইমাম যাহাবি তারিখুল ইসলাম নামক গ্রন্থে এই ইমামের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার একজন দাসী ছিল। দাসীটি তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করত। তাকে কষ্ট দিত, কিন্তু তিনি তাকে কিছুই বলতেন না। তার স্ত্রীদেরও তিনি কিছু বলতেন না।

আমি আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাদের সঙ্গে মিশেছি, তার চেয়ে সুন্দর এবং অধিক সহিষ্ণু আর কাউকে দেখিনি।[২]

● আল্লামা আলি বিন আহমাদ হারাল্লি আত-তাজিবি র.:[৩]

ঐতিহাসিক আল্লামা আব্বাস বিন ইবরাহিম তার জীবনী সংক্রান্ত আলোচনায় ইমাম যাহাবি র. বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, শারফুদ্দিন বারুযি আমাদের বলেন, ইমাম আলি বিন আহমাদ বিবাহ করলেন। তার স্ত্রী

---

১. হাম্বলী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলেম। দুনিয়াত্যাগী। তার রচিত কিছু গ্রন্থ রয়েছে। যেমন, আল-উমদাহ,আল-মুকনি,আত-তাওয়াবিন,আল-মুগনি ইত্যাদি। ৬২০ হিজরির ঈদুল ফিতরের দিন তিনি ইন্তেকাল করেন। দেমাশকে তাকে দাফন করা হয়। তার জীবনী সম্পর্কে জানতে দেখুন ইমাম যাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম: যে খণ্ডে ৬১১-৬২০ হিজরির বিভিন্ন ঘটনার আলোচনা রয়েছে, সেই খণ্ডের ৪৮৩ নং পৃষ্ঠা।

২. ইমাম যাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম: যে খণ্ডে ৬১১-৬২০ হিজরির বিভিন্ন ঘটনার আলোচনা রয়েছে, সেই খণ্ডের ৪৯০ নং পৃষ্ঠা।

৩. ফকিহ। দুনিয়াবিমুখ আলেম, সুফি, মুত্তাকি,আহলে কাশফ(অন্তর্চক্ষুসম্পন্ন) ছিলেন। মরক্কোয় জন্মগ্রহণ করেন। তার রচিত কিছু গ্রন্থ مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن المنزل । শারহুশ শিফা। শারহুল আসমায়িল হুসনা ইত্যাদি। ৬৩৭ হিজরিতে তিনি শামে ইন্তেকাল করেন। অন্য মতে ৬৩৮ হিজরি। তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে সিয়ারু আলামিন নুবালা নামক গ্রন্থে: ২৩/৪৭। নাফহুত তিব: ২/১৮৭, ক্রমিক নং ১১৫।

তাকে গালি-গালাজ ও নিপীড়ন করত। তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করতেন এবং তার জন্য দোআ করতেন। একবার এক লোক কয়েকজনের সঙ্গে বাজি ধরল যে, তিনি তাকে কষ্ট দিয়ে রাগান্বিত করে তুলবেন। তখন তারা বলল, পারবে না। লোকটি যখন তার কাছে এল, তিনি তখন মানুষকে ওয়াজ-নসিহত করছিলেন। সে চিৎকার করে তাকে বলল, তোমার বাবা তো ইহুদী ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি তখন চেয়ার থেকে উঠলেন। লোকটি ধারণা করল যে, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন। তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, কিন্তু শায়খ তার কাছে গিয়ে নিজের গায়ের চাদর খুলে তাকে পরিয়ে দিলেন এবং চাদরটি তাকে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দান করুন। কারণ, তুমি আমার বাবার ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দিয়েছো।[১]

ইমাম মুকরি নাফহুত তিব নামক গ্রন্থে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন সকালের ঘটনা। শায়খের ঘরে সেদিন কোনো খাবার ছিল না যা দিয়ে তার পরিবার তাদের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। কারিমা নামের এক দাসী ছিল তার। এই দাসীর ঘরে তার সন্তানও ছিল। দাসীর ব্যবহার খুব খারাপ ছিল। খাবার না থাকায় সে শায়খের সঙ্গে কঠিন আচরণ করল। বলল, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের খাওয়ানোর মতো ঘরে কিছু নেই। তিনি বললেন, উকিলের পক্ষ থেকে এখন কিছু হাদিয়া আসবে। আমাদের তা দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তারা কথাবার্তা বলছিল। আর তখনই কুলি কিছু গম নিয়ে এসে দরজায় নক করল। তিনি দাসীকে ডেকে বললেন, হে কারিমা, তুমি তো খুব তাড়া দিচ্ছিলে । এই দেখ উকিল সাহেব গম পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে বলল, গম দিয়ে কী করব? তিনি তখনি নির্দেশ দিয়ে সব গম সদকা করে দিলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা, এর চেয়ে আরও উত্তম কিছু আসছে। দাসী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু তার গালিগালাজ বন্ধ হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর এক কুলি কিছু সাদা আটা নিয়ে এল। শায়খ তার দাসীকে বললেন, দেখ আটা এসেছে। গমের চেয়ে এটা সহজে রন্ধনযোগ্য। কিন্তু দাসী তাতে সন্তুষ্ট হলো না। শায়খ তখন রাগ না করে সব

---

১. الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام : ৯/১০৬।

আটা সদকা করে দিতে বললেন। সদকা করে দেওয়ার পর তার মুখের ধার আরও বেড়ে গেল। দাসী আরও ক্ষেপে গেল। অনেক কথা শোনাল সে। আর তখন একজন মাথায় করে কিছু খাবার নিয়ে এল। তিনি তখন দাসীকে বললেন, হে কারিমা, নাও। এবার তোমার খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। উকিল সাহেব তোমার মনের চাহিদা জানতে পেরেছে।[১]

***বিশিষ্ট বুজুর্গ ইমাম আবদুল আযিয দারিনি র.:**[২]

তিনি তার স্বরচিত এক কবিতায় বলেন,

تزوجت اثنتين لفرط جهلي   عسى بزواجهن تقر عيني

فقلت أعيش بينهما خروفا   لأنعم بين أكرم ونعجتين

فجاء الحال عكس الحال دوما   عذاب دائم ببليتين

رضا هذي يجرك سخط هذي   فلا أخلو من إحدى السخطتين

لهذي ليلة و لتلك أخرى   نقار دائم في الليلتين

إذا ما شئت أن تحيا سعيدا   من الخيرات مملوء اليدين

فعش عزبا وإن لم تستطعه   فواحدة تكفي عسكري

চরম অজ্ঞতার বশে আমি দুটি বিয়ে করেছিলাম। আশা ছিল, তাদের বিয়ে করে জীবন সুখের হবে। নয়ন জুড়াবে।

তাদের দুজনের মাঝে ভেড়া হয়ে বাঁচব যাতে দুটি উৎকৃষ্ট ভেড়ীর সঙ্গ উপভোগ করতে পারি।

---

১. নাফহুত তিব: ২/১৮৮।

২. আলেম, সাহিত্যিক। বিখ্যাত বুযুর্গ। সুলতানুল উলামা ইমাম ইযয বিন আবদুস সালাম ও সমকালীন অন্যান্যদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ইবনে আবুল গানাইমের কাছ থেকে তাসাউফ হাসিল করেন। ফিকহ ও তাসাউফ বিষয়ক তার কিছু গ্রন্থ রয়েছে। ৬৯৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, তার মৃত্যু ৬৯৭ হিজরিতে। আরও অন্যান্য মতও আছে। তার জীবনী রয়েছে তাবাকাতুল কুবরা: ১/৩৬১। আল-কাওয়াবিকুদ দুররিয়্যাহ: ২/১৭৮।

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। এখন দুটি আপদ নিয়ে চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।

একজন সন্তুষ্ট হলে অপরজন অসন্তুষ্ট। আমার প্রতি সবসময় কেউ না কেউ অসন্তুষ্ট থাকছেই।

এক রাতে এক বউ অসন্তুষ্ট থাকলে, পরের রাতে অপর বউ। দুই রাতের মাঝে ঠোকরাঠুকরি চলছেই।

ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরা সুখী জীবন যদি যাপন করতে চাও, তাহলে চিরকুমার থাক। যদি না পার। তাহলে একটি বিয়ে কর। দুটি বাহিনীর জন্য সে একাই যথেষ্ট।[১]

***ইমাম হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবি র.:**[২]

আল্লামা সালাহুদ্দিন খলিল আইবেক সাফদি বলেন, ইমাম যাহাবি আমাকে তার নিজের ব্যাপারে নিম্নোক্ত পঙক্তিটি আবৃত্তি করে শোনালেন

لو ان سفيـان على حفظه　　في بعضه همي نسي الماضي

نفسي و عرسي ثم ضرسي　　سعوافي غربتي والشيخ والقاضي

হাফেজ যাহাবি এই কথাটি হয়ত শেষ জীবনে বলেছেন। মৃত্যুর চার বছর কিংবা তারও কিছু আগে তিনি চক্ষু ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার চোখে পানি নেমে এসেছিল। এতে তার খুব কষ্ট হত। কেউ যদি তাকে বলত, আপনি যদি এটি একটু ছিদ্র করে নিতেন তাহলে আপনার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসত। তখন তিনি খুব রাগ করে বলতেন। এটা পানি নয়। আমার

---

১. আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ : ২/১৭৯।

২. হাফেজ ইমাম,কারি,শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উসমান যাহাবি। তিনি তার যুগের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার রচিত অনেক বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে। ৭৪৮ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবনবৃত্তান্ত জানতে দেখুন: ইমাম সুয়ুতি কৃত তাবাকাতুল হুফফাজ; পৃষ্ঠা নং ৫৪৭, ক্রমিক নং ১১৪৬। নুকাতুল হাইমান পৃষ্ঠা নং ২৪১। ফেহরেসুল ফাহারিস : ১/৪১৭।

নিজের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে ভালো জানি। কারণ আমার দৃষ্টি শক্তি একটু একটু করে কমতে কমতে সম্পূর্ণ চলে গিয়েছে।)[১] তিনি একদিন কী কারণে যেন রাগ করেছিলেন। এতে তার পরিবার ধৈর্যহারা হয়ে তাকে কিছু কটু কথা শুনিয়ে দেয়। তখন তিনি যা বলার বলেছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

*মহান বুজুর্গ শায়খ উসমান খাত্তাব র.:[২]

তাবাকাতুল কুবরা নামক গ্রন্থে ইমাম শারানি এই শায়খের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, শায়খ নুরুদ্দিন শাওনি র. আমাকে বলেন যে, তিনি কিছু দিন তার প্রতিবেশি ছিলেন। একদিন রাতে তিনি ওযু করতে বেরে হলেন। রাস্তায় এক লোককে বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, উঠ, এটা ঘুমের জায়গা?! লোকটি চাদরের ভেতর থেকে মুখ বের করে বলল, ভাই , আমি উসমান। আমার উম্মে ওলাদ (যে দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান হয়েছে) দাসী আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। সে কসম খেয়েছে, আজ রাতে আমি যদি ঘরে ঘুমাই তাহলে আমাকে ছাড়বে না। দাসীটি তার উপর অনেক অত্যাচার করত। তার শাগরেদ উসমান দিমির স্ত্রীও এমন ছিল।[৩]

ইমাম মুনাবি আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যায় এই আল্লাহর অলির জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তার মা তার মাথায় কাঁধে আঘাত করত। আর তার সঙ্গে চিল্লাচিল্লি করত। কিন্তু তিনি কিছুই মনে করতেন না। তার স্ত্রীও তাকে অনেক কষ্ট দিত। কোনো কোনো দিন রাতে ঘর থেকে বের করে দিত। বলত, আমি তোমাকে আমার বিছানায় শোয়ার অনুমতি দেইনি। তিনি তখন রাস্তায় গিয়ে শুয়ে থাকতেন। (কেউ যদি বলত, শায়খ খানকায় গিয়ে ঘুমালেই তো পারেন।) তখন তিনি বলতেন, এই ভয়ে খানকায় গিয়ে

---

১. নুকাতুল হাইমান: ৩৪২ নং পৃষ্ঠা।

২. ৮০০ হিজরির পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তার জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে শারানি কৃত তাবাকাতুল কুবরা: ২/১৯৬।

৩. তাবাকাতুল কুবরা: ২/১৯৮।

ঘুমাই না, ঘুমের মধ্যে হয়ত আমার বাতাস বের হবে। এতে খানকার আদব নষ্ট হবে।[১]

*মহান আবেদ শায়খ মুহাম্মাদ সাররি র.:[২]

তিনি তার স্ত্রীর অসদাচরণের শিকার ছিলেন। তাকে প্রচণ্ড ভয় পেতেন। এমনকি কোনো দরবেশ ফকির যদি তার সঙ্গে দেখা করতে আসত, স্ত্রী শায়েখের অনুমতি ছাড়াই তাকে বের করে দিত। তিনি কোনো কথা বলতে পারতেন না।[৩]

ইমাম শারানি লাওয়াকিহুল-আনওয়ারিল কুদসিয়্যাহ গ্রন্থে বলেন, আমি শায়েখের স্ত্রীকে এমনই দেখেছি। তার স্ত্রী তাকে গালিগালাজ করত। ফকিরি পদ থেকে তাকে বের করতে চাইত আর তিনি তাকে ভয় পেতেন।[৪]

ইমাম মুনাবী বলেন, তিনি তার স্ত্রীর অত্যাচারের শিকার ছিলেন। অথচ তিনি চাইলে তার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিতে পারতেন। অনেক সময় তিনি কোনো দরবেশ-ফকিরকে তার কামরায় প্রবেশ করাতেন। (কামরায় বসে ফকির ধ্যানমগ্ন হত)। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে সময় হওয়ার আগেই বের করে দিত। আর বলত, অমুক তোমাকে বলেছে.....: আমি কোন শায়েখের কাজ করি না,তখন তিনি কোন কথা বলতেন না। (৬৮ নং পৃষ্ঠা)।[৫]

• বিখ্যাত শায়খ আলি আল-খাওয়াস র.:

তার খাস শাগরেদ ইমাম শারানি র. বলেন, আমার শায়খ আলি আল-খাওয়াসের স্ত্রী তিন মাসেরও অধিক সময় তার থেকে পৃথক ছিল। এক মাস

---

১. আল-কাওয়াকিবদুদ দুররিয়্যা: ২/৩৭৭।

২. তিনি আবুল হামায়েল নামে প্রসিদ্ধ। অনেক বড় আবেদ ছিলেন। ইমাম মুনাবি তার সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর অলিত্বের ক্ষেত্রে তিনি বিশাল পাহাড়সম ছিলেন। ৯৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তার জীবনী রয়েছে ইমাম শারানি কৃত তাবাকাতুল কুবরা: ২/২৩০; আল্লামা মুনাবি কৃত আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যা: ২/৫১১।

৩. তাবাকাতুল কুবরা: ২/২৩০।

৪. লাওয়াকিহুল-আনওয়ারিল কুদসিয়্যাহ: ২৬১ নং পৃষ্ঠা।

৫. আল-কাওয়াকিবদুদ দুররিয়্যা: ২/৫১১।

শুধু এ কারণে পৃথক ছিল, শায়খ তার স্ত্রীর মোরগকে খোলা পানি পান করিয়েছিলেন। একবার শায়খ তার স্ত্রীর পেয়ালা থেকে পানি পান করেছিলেন। তাই তার স্ত্রী তিনি যেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে পান করেছেন, সেই জায়গাটা ঘষে তুলে ফেলেছিল, যাতে সেখানে তার মুখ না লাগে। শায়খ তাকে সঙ্গে নিয়ে হেজাজ সফর করেছেন। মিসর সফর করেছেন। অথচ সফরের মধ্যবর্তী দীর্ঘ কয়েক মাসে স্ত্রী তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। তার স্ত্রী যখন মারা গেল, তখন তিনি একটি সাদা পতাকা হাতে নিয়ে তার লাশকে অনুসরণ করেছেন। নিজের মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, ৫৭ বছর আগে তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। এরপর অর্ধ শতাব্দিরও বেশি সময় তারা একসঙ্গে বসবাস করলেও একটি রাতের জন্যও তিনি তার সঙ্গে ঘুমাতে পারেন নি।[১]

তাকে কেউ যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে বলত, তখন তিনি বলতেন, জুলুম তো আমার। তার নয়। সে তো আমার আমলের চিত্র। (অর্থাৎ আমি যেমন আমল করছি সে তেমন আচরণ করছে)।

শায়খের এমন উত্তম আখলাকের সৌন্দর্য আল্লাহরই দান। কী ধৈর্য! তার মতো ধৈর্যধারণ করতে পারবে-আজকাল এমন লোক কোথায়?

কবিতা:

والمرء لایشکر عن بغیه   وانما یشکر عن عقله

সহিষ্ণুতা সেটা নয়, যেটা সন্তুষ্ট অবস্থায় অবলম্বন করা হয়।
সহিষ্ণুতা সেটাই যেটা ক্রোধের সময় অবলম্বন করা হয়।[২]

---

১. লাওয়াকিহুল-আনওয়ারিল কুদসিয়্যাহ: ২৬১ নং পৃষ্ঠা।
২. মহান তাবেয়ি ইমাম শা'বি এই কবিতা পঙক্তিটির প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। শিহাবুদ্দিন আবশাহি মুসতাতরাফ গ্রন্থে পঙক্তিটি এনেছেন: ১/১৩৭।

• সাইয়েদ আবদুল ওয়াহহাব শারানি র.[১]

তার স্ত্রীর অবাধ্যাচরণ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, ইতোপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলা যে সকল নেয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে এটিও একটি যে, আমার স্ত্রী ও দাসী যখন অসুস্থ হতো তখন আমার তাদের উপর ধৈর্যধারনণ ক্ষমতা বেড়ে যেত। অসুস্থাবস্থায় সে বাথরুমে যেতে অক্ষম হলে তার মল-মূত্র পরিষ্কার করতে আমার একটুও ঘৃণা লাগত না।

এটাকে তিনি শুধু আল্লাহর নেয়ামত হিসেবেই উল্লেখ করছেন না। বরং এর শুকরিয়াও আদায় করছেন। সত্যিকারার্থেই বড় আজিব মানুষ ছিলেন তিনি। নরম,কোমল,স্বচ্ছ,পবিত্র এমন মহান আত্মার মানুষদের প্রতি আল্লাহ তার রহমত নাযির করুন।

কবিতা:

অন্যায় ও দুরাচারের কারনে নয়, বরং জ্ঞান–বুদ্ধির কারণে মানুষের শোকর আদায় করা হয়।

• আল্লাহর মারেফাত লাভকারী মহান বুজুর্গ আহমাদ বিন আজিবাহ র:[২]

তার স্ত্রীর সঙ্গে তার আচরণটি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। পিছনে যেসব নারীর আলোচনা গিয়েছে, তার স্ত্রী মনে হয় তাদের সম্পর্কে অবগতি লাভ

---

১. শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারি, ইমাম কাসতাল্লানি ও অন্যদের থেকে তিনি ইলম হাসিল করেছেন। আধ্যাত্মিকতার লাইনে তার মুরুব্বি ছিল শায়খ আলি-আল খাওয়াস। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে: তাবাকাতুল কুবরা। আল-মিনানুল কুবরা। আল-উহুদুল মুহাম্মাদিয়্যা ইত্যাদি। ৯৭৩ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যা গ্রন্থে (২/৪৭৯) গ্রন্থে তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তিনি নিজেও তার জীবনী রচনা করে গিয়েছেন।

২. আল্লাহর মারেফাত লাভকারী মহান বুযুর্গ,আলেম, মুফাসসির, ফকিহ। বিভিন্ন শাস্ত্রে তার রচিত গ্রন্থ রয়েছে। শায়খ আরাবি দারকাবি এবং তার শাগরেদ শায়খ বুযিদীর নিকট থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন। ফাস এবং তিতওয়ান শহরের আলেমদের নিকট থেকে তিনি ফিকহ ও অন্যান্য দিনি জ্ঞান হাসিল করেন। উত্তর মরক্কোর শহর গামারায় ১২২৪ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

করেছিল। তাই এসব নারী তাদের স্বামীর সঙ্গে যেসব অসদাচরণ করেছে সেও তার স্বামীর সঙ্গে সেগুলো অনুসরণের চেষ্টা করেছে।

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তার যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর বর্ণনা আপনি তার নিজের মুখেই শুনুন। তিনি বলেন, স্ত্রীর অনেক দুর্ব্যবহার ও নিপীড়ন আমার উপর দিয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমি সবর করেছি।

যেমন, একদিন আমি উঁচু একটি স্থানে নির্জনবাসে ছিলাম। এতে আমার এক স্ত্রী ক্রুদ্ধ হলো, তার ভেতরে আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠল। সে উপরে উঠে আমার কাছে এলো। আমার জামার কলার ধরে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নামালো। তারপর আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা তালা মেরে দিল। তখন সারারাত আমাকে বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়েছিল।

আরেকদিন আমি তার লেপের উপর শোয়া ছিলাম। সে আমার নীচ থেকে টেনে লেপটি নিয়ে গেল। তারপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

আরেকদিন আমি একটি পাত্রে করে তার জন্য দু টুকেরা টাটকা পনির নিয়ে এলাম। দেখলাম যে, সে রেগে আছে। তখন সে পনিরটুকু পা দিয়ে পিষলো, তারপর তা আমার মুখে নিক্ষেপ করলো। আমি বসা ছিলাম। সে আমার মাথা ধরে দেয়ালের সঙ্গে ভীষণ জোরে বাড়ি মারল। আর গালিগালাজ ও বদদোআ তো সবসময় চলতেই থাকত।'

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এমন ভীষণ নিপীড়ন ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও আমরা এই মহান বুজুর্গের উত্তম ও মহান আখলাকের প্রকাশ দেখতে পাই। এসব আচরণের ক্ষেত্রে তিনি তার স্ত্রীকে অপারগ মনে করতেন। তার কথা একদিন আলোচনা করার পর তিনি বললেন, আত্মসম্মান ও বোধসম্পন্ন মানুষ তাদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে অপারগ। তোমার কী মনে হয়, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে গিয়ে নষ্টামি করতে দেখ, তুমি কী সবর করতে পারবে? বিষয় একই। একজন পুরুষ যেমন এটা সহ্য করতে পারবে না, তেমনি একজন নারীও নয়। কোনো নারীর পক্ষেও এটা সহ্য করা সম্ভব নয় যে, তার স্বামী পরনারীর সঙ্গে নষ্টামি করে বেড়াবে।

আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠার সময় মানুষের কাছ থেকে যেসব আচার-আচরণ প্রকাশ পায়, বুদ্ধিমান ও সহনশীল ব্যক্তি সেগুলো সহ্য করে নেয়। জামে সগিরে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি র. একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, 'আত্মসম্মানবোধ শহিদদের সঙ্গে যুক্ত।'[১] সুতরাং কবরে তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।[২]
এই নারীর সৌভাগ্য যে তার স্বামী একজন বিজ্ঞ,হক্কানী আলেম ছিলেন। তিনি বলতেন, স্ত্রীর অসদাচরণ ও নিপীড়নে ধৈর্যধারণ করা স্বামীর জন্য কোনো লাঞ্ছনা ও পরাজয় নয়। বরং তা সহিষ্ণুতা,মহানুভবতা এবং নিজের মান-সম্মান রক্ষা করা। অন্যথায় নারীর এমন কী শক্তি যে সে পুরুষকে কাবু করবে? এজন্যই বলা হয়, নারীরা শুধু ভদ্র পুরুষদেরকেই পরাস্ত করতে পারে। আর তাদেরকে পরাস্ত করতে পারে একমাত্র ইতর, নীচ লোকেরা। মূলত পুরুষের ধৈর্যধারণকেই এখানে রূপকার্থে পরাজয় শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।[৩]

কবিতা:

وَ جَهْلٌ رَدَدْناه بِفَضْلِ حُلُوْمِنا   وَلَو أَنَّا شِئنا رَدَدْناه بِالجَهْلِ

মূর্খতার জবাব আমরা আমাদের সহনশীলতার মাধ্যমে দিয়েছি।
আমরা চাইলে মূর্খতার জবাব মূর্খতা দিয়ে দিতে পারতাম।

মানুষ তো এমন সুন্দর আখলাক ও উত্তম আচরণের পাত্রদেরকেই খোঁজে নিজের কলিজার টুকরা কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য। মারফু হাদিসে বর্ণিত আছে, 'বিবাহ হচ্ছে সূক্ষ্ম ও কোমল বিষয়, সুতরাং মানুষ যেন যাচাই করে নেয়, তার কন্যাকে কার হাতে তুলে দিচ্ছে।'[৪]

---

১. ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া আল-ইয়াল নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা নং ১৮৬,হাদিস নং ৫৫১) ইমাম মুজাহিদ র. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিহাদকে পুরুষের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর নারীর জন্য আত্মসম্মানবোধ। সুতরাং সওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি নারীদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে, সে একজন মুজাহিদের অর্ধেক সওয়াব লাভ করবে।

২. ফাহরাসাহ: পৃষ্ঠা নং ৮৩।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. ইমাম বাইহাকি বলেন, হাদিসটি মারফু হিসেবে বর্ণিত হলেও সহিহ কথা হলো এটি মওকুফ হাদিস।

মহান শায়খ আহমাদ বিন আযিবার স্ত্রী-নির্যাতনের যেসব ঘটনা আমরা এই মাত্র পড়লাম, পাঠক যেন তার সেই স্ত্রীর ব্যাপারে সতর্ক থাকে, ক্রুদ্ধ হয়ে তার মর্যাদাহানি হয় এমন কোনো কথা না বলে, তার জন্য বদ দোআ না করে। কারণ সে সেই নেককার বুজুর্গ আলেমের স্ত্রী, যে তার ইলমের দ্বারা অসংখ্য মানুষকে তার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরও উপকৃত করেছে এবং তার সম্পর্কে যেমনটি বলা হয়, তিনি বহুত বড় আল্লাহর অলি ও নেককার মানুষ ছিলেন। আর উলামায়ে কেরাম যেহেতু কেয়ামতের দিন শাফায়াত করার সৌভাগ্য লাভ করবেন। তার মতো ব্যক্তিগণ তখন তার শত্রুদের ব্যাপারে সুফারিশ করবেন। এমন সুপারিশের অধিকার যখন তারা লাভ করবেন, তখন অবশ্যই তারা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন, যা তাদের জন্য নাজাতের উসিলা হবে।

*আল্লামা ইদরিস বিন আলি আস-সিনানি র:

তিনি তার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ করে কিছু পঙক্তি রচনা করেন:

إلى الله أشكو أذى زوجته — تُجَرِّعُ قَلْبِى هموم الشطط

تزوجتها طلبا للسرور — فجاء وللسين منه نقط

أرى من تزوج في وقتنا — تعرَّضَ من فوره للسخط.

- আল্লাহর কাছেই আমি আমার স্ত্রীর নিপীড়নের অভিযোগ করছি, যে মহাদুশ্চিন্তা আমাকে কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছে।
- সুখ লাভের জন্য আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম, কিন্তু সে যখন এলো, তখন দেখি س-এর মধ্যেও নুকতা আছে।
- আমাদের সময়ে যারা বিবাহ করেছে, তাদের দেখি অল্পতেই অসন্তুষ্ট
  হয়ে যায়।

***শায়খ আবদুল কাদের জাযায়েরি র.:**

তিনি তার এক কবিতায় স্ত্রীর সঙ্গে তার অবস্থা তুলে ধরে বলেন,

أقاسي الحب من قاسي الفؤاد وأرعاه لا يرعى ودادي

أريد حياتها وتريد قتلي بهجر أو بصد أو بعاد

وأبكيها فتضحك ملء فيها وأسهر وهي في طيب الرقاد

وتعمى مقلتي إن ما رأتها وعيناها تعمى عن مرادي

وتهجرني بلا ذنب تراه فظلمي قد رأت دون العباد

وأشكوها البعاد و ليس تصغي إلى الشكوى وتمكث في ازدياد

وأبذل مهجتي في لثم فيها فتمنعني وأرجع منه صاد

وأغتفر العظيم لها وتحصي علي الذنب في وقت العداد

وأخضع ذلة فزيد تيها وفي هجري أراها في اشتداد

فما تنفك عني ذات عز وما أنفك في... نادي

فما الذُّلُّ للمحبوب عارٌ سبيل الجد ذلٌّ للمراد

رضا المحبوب ليس له عديل بغير الذلِّ ليس بِمُستفادِ

ألا من منصفي من ظبي قفر لقد اضحت مراتعه فؤادي

ومن عجب تهاب الأسد بطشي ويمنعني غزال من مرادي

وماذا غير أن له جمالا تملك مهجتي ملك السواد

وسلطان الجمال له اعتزاز علي ذي الخيل والرجل الجواد

وهذا الفعل مغتفر وزين إذا يوما أبيت علي ميعاد

فإن رضيت علي أرت محنا بشوشا بالملاحة ظل بادي

خليلي إن أتيت إلي يوما بشيرا بالوصال وبالوداد

فنفسي بالبشارة إن ترمها فخذها بالطريف وبالتلاد

إذا ما الناس ترغب في كنوز فبنت العم مكتنزي وزادي

- এক নিষ্ঠুর হৃদয়ের অধিকারীর কাছ থেকে আমি ভালোবাসা কামনা করছি। আমি তার প্রতি খেয়াল রাখলেও সে আমার ভালোবাসাকে করে অবহেলা।
- আমি কামনা করি প্রিয়ার প্রাণের সুবাস। আর প্রিয়া চায় আমার প্রাণ হরণ, একলা ফেলে,অথবা তাড়িয়ে দিয়ে কিংবা হৃদয়ের দূরত্ব বাড়িয়ে।
- আমি কেঁদে মরি প্রিয়ার তরে, অথচ প্রিয়ার অধরে প্রশস্ত হাসি। আমি পার করি বিনিদ্র রজনী। অথচ সে তখন বেঘোর ঘুমে।
- তার দর্শন বিনা জ্যোতিহীন আমার দুই নয়ন। অথচ তার আখিযুগল রাখে কি সে খবর।
- কোনো কারণ ছাড়াই সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । অথচ মানুষের চোখে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। শুধু তার চোখেই আমার যত দোষ।
- আমি যখন তার দূরে দূরে থাকায় কষ্ট ভোগ করি। আমার কষ্ট দেখে সে তখন আরও দূরে চলে যায়।
- তাকে একবার চুম্বনের জন্য আমি আমার প্রাণও উৎসর্গ করতে পারি। কিন্তু যখনই আমি কাছে যাই, সে আমাকে বাধা দান করে। আর আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি।
- আমি তার বড় ভুলও ক্ষমা করে দেই। অথচ সে আমার ছোটো ছোটো ভুলও আঙুলে গুণে রাখে।
- আমি তার সামনে নত হলে, তার অহংকার আরও বেড়ে যায়। আমার যখন দুঃসময় তখন সে আমায় ছেড়ে চলে যায়।
- অথচ কোনো মর্যাদাশীলা নারী আমায় ছেড়ে যায় না। আর আমিও ...।
- প্রিয়তমার জন্য লাঞ্ছনায় লজ্জার কিছু নেই। চেষ্টার পথই হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লাঞ্ছিত হওয়া।
- প্রিয়তমার সন্তুষ্টির সমতুল্য কিছু হতে পারে না। লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া তা লাভ করা যায় না।

- আমার হরিণী কোথায়? তার চারণভূমি তো আমার হৃদয়ে।
- সিংহ আমার শক্তিকে ভয় পায়। অথচ দুর্বল হরিণী আমাকে আমার ইচ্ছা পূরণে বাধা দেয়।
- সৌন্দর্য ছাড়া তার আর কী আছে। আমার অন্তর তো কৃষ্ণ রাজা।
- সম্ভ্রান্ত ও ধনীর চেয়ে মানুষ সুন্দরের পাগল হয়। সৌন্দর্যের বাদশাহর মর্যাদা অধিক হয়।
- কোনো দিন যদি প্রতিশ্রুত সময়ে আমি আসতে অস্বীকার করি, তাহলে অবশ্যই আমার এই অস্বীকার ক্ষমাযোগ্য।
- সে যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হতো, তাহলে সে আমার কোমল হাসিমুখটি দেখতে পেত।
- আমার প্রেমাস্পদ যদি কোনোদিন মিলন ও ভালোবাসার সুসংবাদ নিয়ে আমার কাছে আসত।
- তাহলে আনন্দে আমি নিজেকে তার হাতে সঁপে দিতাম। আমি তার উত্তরাধিকার সম্পদ হয়ে যেতাম।
- ধনভাণ্ডারের প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে। আমার পিতৃব্যকন্যাই আমার ধনভান্ডার।

দার্শনিকদের মধ্যে যাদের স্ত্রী তাদের নিপীড়ন করত। কিন্তু তারা ধৈর্যধারণ করতেন এবং সহিষ্ণুতা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতেন তাদের মধ্যে হলেন,

জ্ঞানতাপস দার্শনিক অ্যানেক্সাগোরাস:

শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন মাহমুদ শাহরাযুরি তার গ্রন্থে[১] অ্যানেক্সাগোরাসের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, একবার তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। বাজে বাজে কথা বলছিল। কিন্তু তিনি চুপ করে সব সহ্য করছিলেন। এতে সে আরও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। সে তখন কাপড় ধুচ্ছিল। দাঁড়িয়ে তার মাথায় কাপড় ধোয়া পানিগুলো সব ঢেলে দিল। তিনি হাতে

১. نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء و الفلاسفة পৃষ্ঠা নং ৩০২।

নিয়ে একটি বই পড়ছিলেন। হাত থেকে বইটি রাখলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, প্রথমে গর্জন, তারপর বিদ্যুৎ চমক, তারপর বর্ষণ। এতটুকুই,তিনি এর বেশি কিছু বললেন না।

জগদ্বিখ্যাত এই দার্শনিক অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। নির্বোধদের কথায় তিনি মেজাজ হারাতেন না। বর্ণিত আছে তিনি ইয়া মোটা সোটা এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন লোকটি বিশ্রি গালি দিল। তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা হলো, আপনি কেন তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না? তিনি বললেন, আমি কাকের মুখ থেকে কবুতরের আওয়াজ এবং সারস পাখির মুখ থেকে ঘুঘুর আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় থাকি না।[১]

মূর্খদের উপেক্ষা করা প্রসঙ্গে কিছু কবিতা পঙক্তি:

আল্লামা মুখতার সুসি র. নিম্নোক্ত কবিতা পঙক্তিগুলো সহনশীলতা অবলম্বন বিষয়ক। এগুলোতে তিনি নির্বোধ ও মূর্খদের কথার উত্তর দিতে নিষেধ করেন।

أي عقـلٍ لعاقـلٍ قابـل الجــا　　هل إن سامه انتقاصا بجــهلٍ

إنما العـقل أن يقابل ذو جــه　　ل بحلمٍ و ذو انتقاص بفضلٍ

لا سمت نفسي الأبيـة إن أس　　فـفت يوما إلى تجــاوب نذل

- অর্থঃ যে জ্ঞানী মূর্খের সঙ্গে মুকাবেলা করে, সে আবার কিসের জ্ঞানী। যদি সে মূর্খতার মাধ্যেমে তার জ্ঞান হ্রাস করে ফেলে।
- জ্ঞান তো হলো মূর্খতার জবাবে সহনশীলতা প্রদর্শন করা এবং অল্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।
- আমার আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন অন্তর যদি কোনোদিন মূর্খের আনুকুল্য লাভের মতো হীন কাজে লিপ্ত হয়,তাহলে সে কখনোই মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে না।

---

১. প্রাগুক্ত।

এই অর্থে ফকিহ উমর বিন মাজুজ বিন জলিল র.-এর একটি কবিতা রয়েছে:

إذا سبني وغدٌ تزيَّدتُ رفعة　　وما العار إلا أن تراني أسابُه

ولو لم تكُنْ نفسي علي كريمة　　لأمكنتها من كل وغد تُجاوبه

كفى حزنا لي أنّ وغدا مخاطبي　　وبالوغد فخرًا لو يراني نخاطبه

- কোনো ইতর ব্যক্তি যখন আমাকে গালি দেয়,তখন আমার মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। তুমি যদি দেখ যে আমি তার সঙ্গে গালিগালাজে লিপ্ত হয়েছি, তবে সেটাই হচ্ছে লজ্জার।
- আমি নিজেকে যদি সম্মানী মনে না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেকে ইতর ব্যক্তির কথার জবাব দিতাম।
- কোনো ইতর ব্যক্তি আমাকে সম্বোধন করছে, এটা আমার জন্য খুবই কষ্টের। আর ইতর যদি দেখে যে আমি তাকে সম্বোধন করছি, তাহলে এটা তার জন্য খুবই সম্মানের।

অপর এক ব্যক্তি বলেন,

شاتمني عبدُ بني مِسْمعٍ　　فصُنتُ عنه النفس و العرض

ولَمْ أُجَاوِبهُ احتقارًا له　　ومن يَعَضُّ الكَلْبَ إن عضا

- অর্থঃ বনু মিসমার কৃতদাস আমাকে গালি দিয়েছে। তখন আমি তার থেকে নিজের ও মান-সম্মানকে রক্ষা করেছি।
- আমি তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার কথার উত্তর দেইনি। কুকুর কামড় দিলে কে কুকুররকে কামড়াতে যায় বলুন।

প্রত্যেক যুগেই জ্ঞানীদের আখলাক এমন ছিল, তারা নিকটাত্মীয়, পরিচিত বা অন্য কেউ তাদের গালিগালাজ করলে ধৈর্যধারণ করতেন। উত্তর দিতেন না।

উপসংহার

এই ঘটনাগুলো আসলেই কত চমৎকার। কত মূল্যবান নসিহত ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ। বিবাহ করতে ইচ্ছুক এমন কেউ যেন মনে না করে যে, বিবাহিত জীবন পুরোটাই মধুর। বরং মিষ্টতা ও তিক্ততা উভয়টিই আছে। তাই বিবাহে আগ্রহী ব্যক্তির উচিত নিজেকে ধৈর্যশীল করে গড়ে তোলা এবং এই গ্রন্থে উল্লিখিত নবি ও মনীষীদের মহান চরিত্র মধুরিমা গ্রহণ করা। বৈবাহিক জীবনে অন্যদের মতো তারাও অনেক অত্যাচার নিপীড়ন ও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন, কিন্তু তারা তালাকের পথে পা বাড়ন নি। আর তালাক এমন একটি শব্দ যা মুহূর্তের রাগ কিংবা অন্য কোনো কারণে মানুষের মুখ থেকে বের হয় এবং একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়।[১]

কবিতা:

عليك بأخلاق الكرام فإنها   تُدِيْمُ لك الذكر الجميل مع النعم

তোমার উচিত মহান ব্যক্তিদের আখলাক গ্রহণ করা। কারণ তা নেয়ামতের সঙ্গে তোমার সুন্দর আলোচনাকেও স্থায়ী করবে।

ইমাম শাফেয়ি র. একটি মজার কথা বলেছেন, আমি চল্লিশ বছর ধরে আমার বিবাহিত বন্ধুদের তাদের বৈবাহিক জীবনের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আসছি। কিন্তু তাদের একজনকেও পেলাম না যে বলেছে, সে কোনো কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছে।[২]

তিনি আরও বলেন, আমি আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে শুনেছি, সে বলেছে, আমি আমার দিনের হেফাজত করার জন্য বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু আমার দিন তো গেছে গেছেই। আমার আম্মা ও প্রতিবেশীদের দিনও গেছে।[৩]

---

১. কোনো কোনো স্বামী তো অদ্ভুত কারনে স্ত্রীকে তালাক দেয়। এমনই এক অদ্ভুত কারণের কথা আমি শুনেছি যে, একজনের স্ত্রী রাতে সন্তান প্রসব করেছে। তাই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। লোকটিকে যখন ভর্ৎসনা করা হলো এবং তালাকের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে বলল, সন্তান প্রসব করার জন্য রাত ছাড়া অন্য কোনো সময় কি সে পায়নি?

২. ইমাম বাইহাকি কৃত মানাকিবুশ শাফেয়ি : ২/১৯১।

৩. প্রাগুক্ত।

যে স্বামীর সহনশীল হওয়ার ও সহ্য করার ক্ষমতা নেই সে যদি ক্রোধান্বিত হয়ে মহান তাবেয়ি বকর বিন আবদুল্লাহ মুযানী তার স্ত্রীকে যে কথা বলেছিলেন সে কথা বলত, তাহলেও ভাল হত। তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, "আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে তুমি আমার ভেতরের সব কথা বলে দিবে, তাহলে আমি তোমার ভেতরের সব কথা বলে দিতাম।

স্ত্রীর ক্ষেত্রে তিনি রাগ প্রয়োগ করেন নি। এভাবে তিনি তার সংসার রক্ষা করেছেন এবং বৈবাহিক বন্ধন অটুট রেখেছেন।

আর স্বামী ক্রুদ্ধ হলে তার ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি স্ত্রী চুপ থাকত এবং কিছু বললে সেই নারীর মতো বলত, ইমাম শোআইব বিন হারব যাকে বিয়ে করার সময় বলেছিলেন, "আমি মন্দ আখলাকের"। তখন সে তাকে উত্তর দিয়েছিল, "আপনার চেয়েও মন্দ সে যে আপনাকে মন্দ হতে বাধ্য করেছে"।

ইমাম আবুল আসওয়াদ দুওয়ালি র.[১] বড় চমৎকার একটি কথা বলেছেন, বিবাহিত প্রত্যেকের এর উপর আমল করা উচিত। পঙক্তি দুটি ইমাম শাফেয়ি র.-এর খুব পছন্দের ছিল।[২]

خذي العفوَ مني تستديمي مودتي   ولا تنطقي في سَوْرَتي حين أغضب
فإني رأيت الحبَّ في الصدر والأذى   إذا اجتمعا لم يَلْبَثْ الحُبُّ يذهَبُ

- "তুমি আমায় ক্ষমা করা শেখো, তাহলে আমার স্থায়ী ভালোবাসা পাবে। আমি যখন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হই তখন তুমি কথা বলো না।
- কারণ আমি দেখেছি, ভালোবাসা ও ঘৃণা কোনো বুকে একসঙ্গে হলে, ভালোবাসা টিকতে পারে না"।

স্ত্রী যদি এই কথার উপর আমল করতে পারে, তাহলে তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা স্থায়ী হবে, নিজের রবকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এবং ধৈর্যধারণকারীনি-দের সওয়াব লাভ করবে।

---

১. তাবেয়ী আলেম ছিলেন। তিনি দোআ করলে তা কবুল হত, এমন বুযুর্গ ছিলেন। ১০৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।অন্য মতে ১০৮ হিজরি। তার জীবনী রয়েছে, সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে: ২/১৪৬, ক্রমিক নং ৫০৫।

২. ইমাম বাইহাকি এটি মানাকিবুশ শাফেয়ি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: ২/৯৮।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরিবারগুলোকে এমন স্থায়িত্ব দান করুন, যাতে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানরা দয়ার্দ্রতা,কোমলতা ও স্বচ্ছতার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে এবং পরিবার থেকে উত্তম আচরণ, ভালোবাসা ও উত্তম আখলাক শিখতে পারে।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক!আমাদেরকে এমন স্ত্রী,সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা চক্ষু শীতলকারী হবে এবং আমাদেরকে করুন মুত্তাকিদের অনুসরণযোগ্য।

তথ্যসূত্র

১. আবু বকর বিন আরাবি মাআফিরি কৃত আহকামুল কুরআন। তাহকিক: মুহাম্মাদ আবদুল কাদের গাতা।

২. ইমাম গাজালি কৃত ইহইয়িউ উলুমিদ্দিন।

৩. মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া কৃত আখবারু আবি তাম্মাম।

৪. ইবনুল জাওযি কৃত أخبار الظراف و المتماجنين

৫. আব্বাস বিন ইবরাহিম কৃত الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام।

৬. আল্লামা ইয়াহইয়া বিন আযিয কৃত الأمير عبد القادر رائد الكفاح।

৭. ইবনে কুনফুয কুসানতিনির أنس الفقير و عز الحقير

৮. আল্লামা ইবনে কাসির কৃত আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ।

৯. ইমাম সুয়ুতি কৃত. بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة

১০. ইমাম যাহাবি কৃত তারিখুল ইসলাম।

১১. আবদুল হাই কাত্তানির তারিখুল মাকতুবাতিল ইসলামিয়্যাহ...।

১২. খতিবে বাগদাদির তারিখে বাগদাদ।

১৩. আবদুল্লাহ জারারির আত-তালিফ ও নাহদাতুহু বিল-মাগরিব।

১৪. ইয বিন আবদুস সালাম সুলামির আত-তাখাললুক বি-সিফাতির রহমান।

১৫. ইমাম যাহাবির তাযকিরাতুল হুফফাজ।

১৬. আল্লামা কাযি ইয়াযের তারতিবুল মাদারিক।

১৭. আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া তাদিল্লির আত-তাশাউফ ইলা রিজালিস তাসাউফ।

১৮. মুহাম্মাদ হাফনাবির তারিফুল খালাফ বি-রিজালিস সালাফ।

১৯. ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দির তাম্বিহুল গাফেলিন।
২০. ইমাম শারানির তাম্বিহুল মুগতাররিন আওয়াখিরাল কারনিল আশির...।
২১. ইমাম সুয়ুতির জামে সগির।
২২. ইমাম ইউসুফ নাবহানির জামিউ কারামাতিল আউলিয়া।
২৩. ইমাম কুরতুবির জামে লি-আহকামিল কুরআন।
২৪. আবদুল গনি নাবুলসির আল-হাদিকাতুন নাদিয়্যাহ শারহুত তরিকাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ
২৫. ইবনু আবিদ দুনিয়ার আল-হিলম।
২৬. ইমাম আবু নুআইম আসফাহানির হিলয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া।
২৭. আবদুল্লাহ বিন সিদ্দিক গামারির খাওয়াতিরে দিনিয়্যাহ ওয়া..।
২৮. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতির আদ-দুররুল মানসুর।
২৯. ইবনে ফারহুনের আদ-দি-বাযুল মুযাহহাব ..।
৩০. আবদুর রহমান মুসতাবির ব্যখ্যাকৃত দিওয়ানে ইমরাউল কায়েস।
৩১. দিওয়ানে আলকামাহ বিন আবাদাহ। সায়িদ নাসিব মাকারিমের ব্যাখ্যাকৃত।
৩২. আবদুল্লাহ তালিদির যিকরায়াতুম মিন হায়াতি।
৩৩. ইমাম আলুসি র-এর রুহুল মাআনি।
৩৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের আয-যুহদ।
৩৫. হাসান ইউসির যাহরুল আকুম্ম ফিল-আমছাল ওয়াল হিকাম।
৩৬. মুহাম্মাদ বিন আমির সানআনির সুবুলুস সালাম...।
৩৭. মুহাম্মাদ বিন জাফর বিন ইদরিস কাত্তানির সালওয়াতুল আনফাস ওয়া মুহাদাসাতুল..।
৩৮. ইমাম যাহাবির সিয়ারু আলামিন নুবালা।

৩৯. মুহাম্মাদ মুখতার সুসির আস-সীরাতুয যাতিয়্যাহ।

৪০. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ মাখলুফের শাযারাতুন নুরিয যাকিয়্যাহ ফি...।

৪১. ইবনে ইমাদ হাম্বলির শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব।

৪২. সাইয়েদ আলি যাদাহর শারহু শিরআতিল ইসলাম।

৪৩. ইমাম নববীর ব্যখ্যাকৃত সহিহ মুসলিম।

৪৪. মুখতার মুহাম্মাদ তিমসানির সিদ্দিকুন।

৪৫. ইবনুল জাওযির সিফাতুস সাফওয়া।

৪৬. মুহাম্মাদ বিন হাজ্জ ইফরানির সাফওয়াতু মান ইনতাশারা মিন আখবারি..।

৪৭. ইবনুল জাওযির সাইদুল খাতির।

৪৮. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ হাযিকিরর তাবাকাতুর হাযিকি।

৪৯. কাযি ইবনু আবি ইয়ালার তাবাকাতুল হানাবিলাহ।

৫০. মুহাম্মাদ বিন কাসেম ফাসির তাবাকাতুয শাযিলিয়্যাতিল কুবরা।

৫১. ইমাম শারানির তাবাকাতে কুবরা।

৫২. মুহাম্মাদ বিন হাসান যাবিদির তাবাকাতুন নাহবিয়্যিন ওয়াল লুগাবিয়্যিন।

৫৩. মুহাম্মাদ নাফিরের উনওয়ানুল আরিব আম্মা নাশাআ বিল-মামলাকাতিল তিউনিসিয়্যাহ...।

৫৪. ইবনু আবিদ দুনিয়ার আল-ইয়াল।

৫৫. আবদুল হাই কাত্তানির ফেহরেসুল ফাহারিস।

৫৬. ইবনে আজিবার ফাহরাসাহ।

৫৭. মুহাম্মাদ গারিতের ফাওয়াসিলুল জুমান ফি আনবাই উযারা...।

৫৮. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া তাদিফির কালাইদুল জাওহার ফি মানাকিবি তাজিল..।

৫৯. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা।

৬০. শায়খ আবদুল্লাহ তালিদির কিতাবু তাহযিবি জামিয়িল ইমাম আবু ইসা তিরমিযি।

৬১. আবদুল রউফ মুনাবির আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি তারাজিমিস সাদাতিস...।

৬২. ইমাম শারানির লাওয়াকিহুল আনওয়ার ।

৬৩. আবদুল আযিয বিন সিদ্দিকক গামারির মা ইয়াজুজু ওয়া মা লা ইয়াজুজু..।

৬৪. মাজাল্লাতু আমাল।

৬৫. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল রহমান বুখারির মাহাসিনুল ইসলাম ওয়া শারাইয়ুল ইসলাম।

৬৬. আবদুল্লাহ জারারির মুহাদ্দিস হাফিয আবু শুআইব দাক্কালি।

৬৭. আহমাদ বিন সিদ্দিক গামরির মুদাবি লি-ইলালিল জামে সগির..।

৬৮. মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আবশাহির মুসতাতরাফ ফি কুল্লি ফান্নিন মুসতাযরাফ।

৬৯. ইমাম সুয়ুতির মুসতাতরাফ মিন আখবরিল জাওয়ারি।

৭০. মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। তাহকিক: মুসতফা উসমান মুহাম্মাদ।

৭১. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক।

৭২. আবদুল্লাহ তালিদির মুতরিব বি-মাশাহিরি আওলিয়াইল মাগরিব।

৭৩. আবদুর রহমান দাববাগের মাআলিমুল ইমান ফি মারিফাতি আহলিল কাইরুআন।

৭৪. মুখতার সুসির মু'তাকালুস সাহরা।

৭৫. মুহাম্মাদ মাহদি ফাসির মুমাত্তিউল আসমা।

৭৬. ইমাম বাইহাকির মানাকিবুশ শাফেয়ি।

৭৭. মুহাম্মাদ হামযা কাত্তানির মানতিকুল আওয়ানি বি-ফাইযি তারাজিমি...।

৭৮. ইমাম শারানির আল-মিনানুল কুবরা।

৭৯. আবদুর রহমান আলিমির আল-মানহাযুল আহমাদ...।

৮০. শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইবনে মাহমুদ শাহরাযুরির নুযহাতুল আরওয়া ওয়া রওযাতুল আফরাহ।

৮১. ইবনে সিবায়ির নিসাউল খুলাফা।

৮২. আহমান বিন মুহাম্মাদ মাকরির নাফহুত তি-ব মিন..।

৮৩. সালাহুদ্দিন খলিল বিন আইবেক সফদির নুকাতুল হাইমান ফি নুকাতুল উমইয়ান।

৮৪. ইবনে খাল্লিকানের ওফায়াতুল আয়ান।

”

বিবাহ করেছেন, এমন খুব কম পুরুষই আছেন-যিনি বলতে পারবেন, আমার পরিবারে কোন অশান্তি নেই। বেশিরভাগের অভিযোগ পরিবারে শান্তি নেই, নেই কোন আরাম আয়েশ। কেনই বা এমন অশান্তি? কী করবেন? যদি আপনার জীবনে আপনার প্রিয়তমা অশান্তির কারণ হয়। ইনশাআল্লাহ এই বই খুঁজে দিতে পারে আপনার কাঙ্খিত সমাধান.........

“

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা